প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৩ ❖ ৩ - ৯ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ক্রুশ আমাদের প্রেরণা

তপস্যাকাল হলো তপস্যার সময়

ক্রুশ ও ক্রুশের পথ আমাদের জীবন পথ

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/630 **Date: 28 March, 2022**

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated Architect for Real Estate Development Department.

Position: Architect

Key Job Responsibilities:

- Project feasibility, planning & design.
- Co-ordination with the entire Team that is involved in the Project.
- Responsible to complete Project work within the schedule as per targets set by the management.
- Capable of preparing Detail Measurement, Working Drawing, Interior Designing & Detailing of Layout plans, Sections, Elevations, Auto CAD presentation (Drafting), 2D preparation, Sketch-Up, 3D Studio Max, V-RAY rendering, Maya, 3D visualization and Animation, Lumion, Photoshop, Illustrator as per requirements of the Project.
- Monitor & supervise all the architectural issues.
- Work closely with Drawing Design, Specification & Estimate (BOQ), Supply Chain, Committee & Accounts Department.
- Perform any other jobs as assigned by the management.
- Prepare BOQ & Specification as per design-drawing.
- Maintain correspondence with Contractor & Consultant farm.
- Excellent knowledge on Interior Materials.
- Prepare technical proposal and method statement as required.
- Visit RAJUK office for design related issues if needed.
- Confirm adherence to construction specifications as per architectural design drawing and safety standards by monitoring project progress; inspecting construction site related to architectural work; verifying calculations and placements.

Educational Requirements

- Bachelor of Architecture (B.Arch.) from any reputed Public/Private University.
- Member of Architecture Association (IAB).

Experience Requirements

- At least 02 years' experience.
- Preference will be given to interested candidates involved in hospital interior design & 3d animation work.
- The applicants should have experience in the following area(s): Architecture, Architectural/Consultancy firm, Engineering Firm, etc.

Additional Requirements

- Age maximum 35 years.
- Both males and females are allowed to apply.
- Sound Knowledge in Modern Design & Drawing.
- Team player and creative problem solver.
- Excellent proficiency in MS-Word, Excel, MS-Project, Auto CAD and Architectural related software.
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with Management & Site Office.
- Should have Behavioral skills on Time Management, Communication, Creativity, Interpersonal Relationship, Professional and Positive Attitude.
- Should work well in team oriented, fast-paced environment and have experience in the field job.
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule.
- Sound Knowledge on Imarat Nirman Bidhimala and Bangladesh National Building Code (BNBC).
- Liaison with RAJUK and all other related organizations for approval of building plans, obtaining NOC/Clearances and Occupancy Certificates, etc.
- Smart, Energetic and Hardworking.
- Plans information architecture by studying the site concept, strategy and target audience; envisioning architectural scheme, information structure and features, functionality and user-interface design; creating user scenarios, preparing data models, designing information structure, work and dataflow, conducting creative meetings.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Workstation: The Christian Co-Operative Credit Union Ltd., Dhaka
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy
Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **13th April, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelop.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/৮২/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৩
৩ - ৯ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২০ - ২৬ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
বাঁধন গমেজ, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টীয় জীবনে ক্রুশ

প্রত্যেক খ্রিস্টান ব্যক্তিই ক্রুশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ক্রুশের চিহ্নই খ্রিস্টভক্তদের বাহ্যিক পরিচয়। ক্রুশ চিহ্নের মধ্যদিয়েই খ্রিস্টীয় জীবনের সূচনা হয়। ক্রুশকে আমরা সেই শিশুকাল থেকেই জানি। ক্রুশ যেমন কষ্টের তেমনি আনন্দ, মুক্তি ও ভালোবাসার প্রতীক। ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে আমরা দেখি গির্জার বেদীতে, ঘরের উপর, ছবিতে, মানুষের গলায়, পোষাকে। আরও কতোভাবে ক্রুশকে মুক্তির বা পরিত্রাণের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ক্রুশ যুদ্ধকালে, সেবায়, দর্শনে, ছায়াছবিতে মুক্তির বা বিজয়ের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সারা বিশ্বে ক্রুশ এখন সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত হয়েছে। প্রথমত এটা খ্রিস্টানদের পরিচয়ের চিহ্ন হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরাও ক্রুশ চিহ্ন ব্যবহার করেন সেবাকাজে। হাসপাতালে এই প্রতীক ব্যবহার সেই আদিযুগ থেকে। এই ক্রুশের মধ্যদিয়েই যিশু সমস্ত মানব জাতির পরিত্রাণ তথা পাপ থেকে মুক্তি এনেছেন। আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় একটি বিষয় ক্রুশ। এই ক্রুশেই যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু এবং সর্বশেষে ক্রুশের বিজয়।

প্রাচীনকালে ক্রুশ ছিল লজ্জার, ঘৃণার ও অপমানের। কিন্তু যিশু এই ক্রুশে প্রাণোৎসর্গ করেই ক্রুশকে গৌরবান্বিত করেছেন। এই ক্রুশে যত কষ্ট, অপমান সহ্য করেছেন শুধু মানুষের মুক্তির জন্য। যিশুতো কোন অন্যায় করেননি তবু তাকে এত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে মানুষের পাপ মুক্তির জন্য। নির্দোষ, নিরপরাধ যিশু চরম অপমান ও কষ্টকর ক্রুশ বহন করেছেন, মানুষের ধিক্কার, ঘৃণা নীরবে সহ্য করেছেন। থুতু দিয়ে তাকে লজ্জাস্করভাবে অপমান করা হয়েছে। বেত্রাঘাতে তাকে জর্জরিত করা হয়েছে। রক্তাক্ত দেহে কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়ে মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশ বহন করেছেন। মায়ের সামনে, জনতার ধিক্কার শুনে সব নীরবেই সহ্য করেছেন। যারা তার জন্য ক্রন্দন করেছে তাদের তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "আমার জন্য কোঁদো না, কাঁদো নিজেদের জন্য আর নিজ নিজ সন্তানদের জন্য।" তিনি জানতেন পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাঁর যন্ত্রণার ভাগ কাউকে দেননি বরং অন্যকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেছেন, আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে। সর্বশেষ তিনি তাঁর মাকেও রেখে গেলেন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ক্রুশের উপর শত্রুদের জন্যও ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করেছেন। এই ক্রুশমৃত্যু, ক্ষমা ও ভালবাসার চরম নিদর্শন স্থাপন করেছে গোটা বিশ্বে। ক্ষমা ও ভালোবাসাই প্রেমের পথ, শান্তির পথ, মুক্তির একমাত্র উপায়। এমন ভালোবাসার নিদর্শন বিশ্বের মানব সমাজে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই ক্রুশেই মুক্তি, ক্রুশেই ভালোবাসা, ক্রুশই আমাদের বিজয় মুকুট।

যিশু আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন আমরা যেন নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করি। যিশুর পথে চলতে গেলে ক্রুশ বহন করতেই হবে। জীবন পথে ক্রুশ আমাদের প্রধান পরিচয়। তাই দৈনন্দিন জীবনে পাপকে জয় করতে হলে ক্রুশের পথেই চলতে হবে। সমস্ত ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, কষ্ট ও যাতনা সহ্য করে আমরাও যেন একদিন ক্রুশের গৌরবের আধিকারি হতে পারি যিশু সেই আহ্বানই করেছেন।

প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের জীবনেই ক্রুশ রয়েছে। এই ক্রুশকে জয় করতে পারলে অর্থাৎ যিশুর ন্যায় সমস্ত যাতনা সইতে পারলে আমরা গৌরবান্বিত হতে পারব। যিশু যেমন আমাদের ভালোবাসেন, আমরাও যেন ক্রুশকে ভালোবাসার মধ্যদিয়ে যিশুকে ভালোবাসতে পারি। এই ভালোবাসাকে অর্জন করতে হলে প্রয়োজন প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, দান-দক্ষিণা এবং নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়া। ক্রুশ বহন আমাদের সাহসী হতে হবে। জাগতিক অর্থে ক্রুশ যেমন কষ্টের তেমনি পরমার্থে ক্রুশ আনন্দের, প্রেরণার ও প্রত্যাশার। আমাদের লক্ষ্য হোক কন্টকময় ক্রুশের পথে যাত্রা করে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দকে আশ্বাদন করা। যেন দুঃখভোগী যিশুকে ধ্যান করার মধ্যদিয়ে আমরা মিলিত হতে পারি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে †

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"যীশু মাথা তুলে তাকে বললেন, 'নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি? **-যোহন ৮:১০**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

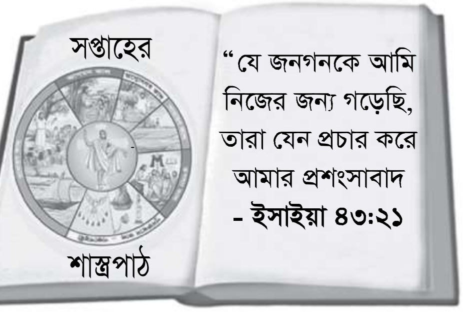

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

৩ - ৯ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩ এপ্রিল, রবিবার

ইসা ৪৩: ১৬-২১, সাম ১২৬: ১-৬, ফিলিপ্পীয় ৩: ৮-১৪, যোহন ৮: ১-১১, অথবা, এজি ৩৭: ১২-১৪, সাম ১৩০: ১-৮, রোমীয় ৮: ৮-১১, যোহন ১১: ১-৪৫ (সংক্ষিপ্ত ১১: ৩-৭, ১৭, ২০-২৭, ৩৩খ-৪৫)

৪ এপ্রিল, সোমবার

দানি ১৩: ১-৯, ১৫-১৭, ১৯-৩০, ৩৩-৬২, সাম ২৩: ১-৬, যোহন ৮: ১-১১ অথবা ২ রাজা ৪: ১৮-২১, ৩২-৩৭, সাম ১৬: ১, ৬-৮, ১৫, যোহন ১১: ১-৪৫

অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার

গননা ২১: ৪-৯, সাম ১০২: ১-২, ১৫-২০, যোহন ৮: ২১-৩০

৬ এপ্রিল, বুধবার

দানিয়েল ৩: ১৪-২০, ৯১-৯২, ৯৫, গীতিকা দানি ৩: ৫২-৫৬, যোহন ৮: ৩১-৪২

৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

আদি ১৭: ৩-৯, সাম ১০৫: ৪-৯, যোহন ৮: ৫১-৫৯

৮ এপ্রিল, শুক্রবার

জেরে ২০: ১০-১৩, সাম ১৮: ১-৬, যোহন ১০: ৩১-৪২

৯ এপ্রিল, শনিবার

এজিকেল ৩৭: ২১-২৮, গীতিকা জেরে ৩১: ১০-১৩, যোহন ১১: ৪৫-৫৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী গমেজ (ঢাকা)

৪ এপ্রিল, সোমবার

+ ১৯৭০ সিস্টার মারী এষ্টেল ও'ব্রায়েন সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার মারিও ভেরনেসী এসএক্স (খুলনা)

৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ১৯৫৯ ফাদার লুইস লাজারুস সিএসসি

৬ এপ্রিল, বুধবার

+ ১৯৬৭ ফাদার ডনাল্ড ম্যাক গ্রেগার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. রোজ ডি' সিলভা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ ফাদার তামস নিকোলাস আজিম (ময়মনসিংহ)

৯ এপ্রিল, শনিবার

+ ২০০২ ব্রাদার হোবার্ট পিপের সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার আনচিল্লা বর্দন এসসি (খুলনা)

একটি উত্তম লেখা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি-৫ মার্চ,২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়ার লিখিত, ভস্ম বুধবার ও ইস্টার সানডে গণনা পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তকালে করণীয়সমূহ লেখাটি একটি উত্তম লেখা। এই প্রায়শ্চিতকালীন সময়ের বিষয়টা আসলে অনেকেই বুঝতেন না যা লেখায় প্রকাশ করা হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, আমিও বিষয়টা সম্বন্ধে অনেকটা অজ্ঞ ছিলাম।

প্রতি বছর একই তারিখে ভস্ম বুধবার পড়ে না, আবার ইস্টার সানডে তারিখ পরিবর্তন হয়। কেন এমনটা হয়? আমরা অনেকেই হয়তো বিষয়টা নিয়ে গোলক ধাঁধায় আছি। জানতে চাই কিন্তু উত্তর পাবো কোথায় তা আমাদের জানা নেই। অনেক সময় ছোটরা বড়দের কাছে সঠিক উত্তরটি জানতে চায় কিন্তু আমরা বড়রাতো আর উত্তর দিতে পারি না। বিব্রত হই। সঠিক উত্তরটি আর দেওয়া হয় না। তাই বিষয়টা নিয়ে ফাদার আলোচনা করেছেন। প্রতিবেশীর সংখ্যাটা পাঠ করলেই তা জানা যাবে। ভস্ম বুধবার নির্ধারণ করার পূর্বে ইস্টার সানডের তারিখ ঠিক করতে হয়। আর চন্দ্রমাস হিসাব করেই প্রথমে ইস্টার সানডের তারিখ ঠিক করা হয়। প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ৪০ দিনের। ৪০ দিনের মধ্যে ৬টি রবিবার ধরলে ৪৬ দিন হয়, কিন্তু ৬টি রবিবার প্রায়শ্চিত্তকাল থেকে বাদ দেওয়া হয়। যাদের বয়স ১৮-৫৯ বছরের মধ্যে তাদেরকে ভস্ম বুধবার ও পূণ্য শুক্রবারে উপবাস থাকতে হয়। যাদের বয়স ১৪-৫৯ বছরের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রতি শুক্রবার তারা মাছ-মাংস-ডিম পরিহার করতে বাধ্য। উপবাসে যে টাকা সঞ্চয় হয় তা গরীব দুঃখীদের অথবা গির্জায় দান করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তকালে জাঁকজমক, সামাজিক অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ নিষিদ্ধ। বছরে শুধু ২ দিন নয়, ঈশ্বরকে ভালবাসার কারণে বছরে সাধ্যমত যতদিন সম্ভব ততদিনই যেন আমরা উপবাস থাকি। প্রায়শ্চিত্ত করি। এমন একটি উত্তম লেখার জন্য শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়াকে অফুরন্ত ধন্যবাদ জানাই।

মাস্টার সুবল

ফাদার প্রশান্ত নিকোলাস ক্রুশ সিএসসি

তালপত্র রবিবার

'গ' পূজনবর্ষ
প্রথম পাঠ : ইসাইয়া ৫০:৪-৭
দ্বিতীয় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১
মঙ্গলসমাচার : লুক ২২:১৪-২৩:৫৬

তপস্যাকালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহ রবিবারকে বলা হয় তালপত্র রবিবার বা যাতনাভোগ রবিবার, যে রবিবারের মধ্যদিয়ে আমরা পুণ্য সপ্তাহের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করি প্রভু যিশুর সাথে। পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার এবং মহারাত্রি নিস্তার জাগরণী (পুণ্য শনিবার) এই তিন দিনকে বলা হয় ('Triduum') অর্থ হলো তিন দিন মিলে একদিন। এই দিনের খ্রিস্টযাগে আমরা দু'টি মঙ্গলসমাচার শুনতে পাব। প্রথম, মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা হবে ঠিক শোভাযাত্রার পূর্বে তালপাতা সহকারে, যেখানে প্রভু যিশুখ্রিস্টকে রাজকীয় সম্মান দেয়া হয় এবং তাঁকে রাজাধিরাজ ব'লে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাঁকে নিয়ে মহা-উল্লাসে, হৈ-হুল্লোরসহ গাছের ডাল ভেঙ্গে হাতে নিয়ে নেচে নেচে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করা হয়েছিল জেরুসালেম শহরে।

আমরা শুধু লুকের লেখা মঙ্গলসমাচারেই যিশু ও ফরিসিদের মধ্যে এই বিনিময়ের ঘটনা দেখতে পাই। যে ঘটনাগুলো ইতোমধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটছে, তা তাঁর মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরী করে, তাঁর জীবনে যে ঘটনা আসতে চলেছে তিনি তা, ঐশরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখছেন। শেষ ভোজে প্রভু যিশু বিশ্বাসঘাতক যুদার বিষয়ে যে কথা বলেন, তার মধ্যেই এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়, "হ্যাঁ, এবার মানবপুত্র চলে যাচ্ছে - ঠিক যেমনটি নির্ধারিত আছে যে, সে চলেই যাবে!"

তালপত্র রবিবারের মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশুখ্রিস্টের যাতনাভোগ আমাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করা হয়। 'গ' পূজনবর্ষে আমরা প্রভু যিশুখ্রিস্টের যাতনাভোগ কাহিনী লুক রচিত মঙ্গলসমাচার থেকে পড়ে থাকি। আমরা পরবর্তী সময়েও একই মঙ্গলসমাচার যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার থেকে শুনতে পাব বিশেষভাবে, 'Triduum' এর সময়।

লুক রচিত মঙ্গলসমাচার জুড়ে আমরা দেখি যে যিশুর কথা ও কর্মগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমরা চলমান দেখি, লুকের যাতনাভোগের বিবরণের পুরোটা জুড়ে। প্রভু যিশু তাঁর শেষ ভোজে বসে, ঐশরাজ্য বিস্তারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর শিষ্যদের হাতে অর্পণ করেন। প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের সুস্বাগত জানান এই কথা বলে যে, ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটাই হবে তার শেষ ভোজ।

লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে, প্রভু যিশু বার বার ঐশরাজ্যের কথা তাঁর শিষ্যদের বললেও তারা তার অর্থ সামান্যই বুঝেছে। আমরা ভোজের সময় দেখতে পাই শিষ্যেরা এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে যে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? প্রভু যিশু উদাহরণের মধ্যদিয়ে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন, জাগতিক ও ঐশরাজ্যের নেতৃত্বের পার্থক্য। প্রভু যিশু পিতরের সাথে কথোপকথনের একটা সুযোগ গ্রহণ ক'রে, পিতরের অস্বীকারের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা পরবর্তীতে সত্য হয়েছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের অবগত করেন, তারা যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে, যে সকল চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে আসতে চলেছে তা মোকাবেলা করার জন্য। গেৎসিমানী বাগানে প্রভু যিশু তার শিষ্যদের প্রার্থনার গুরুত্বের বিষয়ে বলেন যে একমাত্র প্রার্থনার মধ্যদিয়েই তারা সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ জয় করতে পারবে।

প্রার্থনা চলমান সময়ে প্রভু যিশু পরীক্ষিত হন। বাগানে স্বর্গদূতকে পাঠানো হয় তাঁকে দেহ-মন-আত্মায় শক্তিশালী হতে, যে ঘটনাপুঞ্জ তাঁর জীবনে আসন্ন তিনি যেন তা গ্রহণ করতে পারেন। এই ঘটনার পরই তিনি আবার আসন্ন ঘটনার কথা ভেবে আত্ম-নিমগ্ন হন।

লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে, যাতনাভোগের সময়ে যিশুকে জীবন্ত রূপেই আমাদের সামনে প্রকাশ করা হয়। একজন শিষ্য যখন মহাযাজকের চাকরের একটি কান কেটে ফেলেছিল, যিশু তাকে আরোগ্য করেন, যা আমরা শুধু লুক রচিত মঙ্গলসমাচারেই দেখতে পাই। প্রভু যিশু তার শিষ্যদের কোন ধরনের প্রতিরোধ করতে নিষেধ করেন তাঁর গ্রেফতারের বিষয়ে, কারণ তিনি জানতেন এটা হলো "অন্ধকারের শক্তির সময়"। প্রভু যিশুকে যখন মহাসভার সামনে উপস্থিত করা হয় তিনি, ঈশ্বরের শক্তির বিষয়ে কথা বলেন এবং তিনি অকপটে এই কথাও ঘোষণা করেন যে, "মানবপুত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশেই বসে থাকবে"।

লুক যখন ক্রুশের পথ এবং যিশু'র ক্রুশারোপন বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি আমাদের মনোযোগ আরও অনেক ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করতে সাহায্য করেন, যা অন্য মঙ্গলসমাচারের মধ্যে বর্ণনা করা হয়নি। সম্পূর্ণ মঙ্গলসমাচার জুড়েই লুক বিশেষভাবে সেই সকল নারীদের প্রতি মনোযোগী হন যারা প্রভু যিশুর সাথে সাথে পথ চলছিল। কালভেরীর পথে প্রভু যিশু সেই নারীদের সাথে কথা বলেছেন। প্রভু যিশু ক্রুশ থেকে যে ক্ষমার বাণী ঘোষণা করেছেন তা একমাত্র লুক'ই বর্ণনা করেছেন। ভাল চোর ও যিশুর মধ্যে যে কথোপকথন তা একমাত্র লুক বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে, মার্ক ও মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে পিতা কর্তৃক পরিত্যাগের যে উল্লেখ আছে লুক সে বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি প্রভু যিশুকে একজন নম্র ও বাধ্য মেষশাবকের মতই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। প্রভু যিশু ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত পিতার বাধ্য হয়েই ছিলেন এবং পিতার হাতে নিজের প্রাণ সঁপে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সম্পূর্ণ পুণ্য সপ্তাহ জুড়ে, আমরা প্রভু যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশ মৃত্যু নিয়ে ধ্যান করব। যখন আমরা ক্রুশ নিয়ে ধ্যান করি, আমরা আবারও জিজ্ঞেস করতে পারি, নতুনভাবে কী অর্থ প্রকাশ করে আমার জন্য বিশ্বাসের এই উক্তি, তাঁর আনুগত্যতা, কষ্টভোগ এবং মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে প্রকাশ করেছে এবং ঐশরাজ্যের পূর্ণতা দান করেছে। আমরা প্রভু যিশুর সাথে মৃত্যুবরণ করতে আহূত হয়েছি, যেন তাঁর সাথে পুর্নজীবিত হতে পারি॥

ক্রুশ আমাদের প্রেরণা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

'**ক্রুশ**' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে কালভেরীর সেই ছবি। কালভেরীর সেই ঝুলন্ত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি আমরা কখনও ভুলতে পারব না। প্রথম শতাব্দীতে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করাকে খুব লজ্জাজনক ভাবে দেখা হত। কিন্তু যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই ক্রুশই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে গৌরবের প্রতীক। ক্রুশ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে মহিমামণ্ডিত, ভালবাসার নিদর্শন ও প্রেরণার উৎস। যিশু যে মহান ভালবাসার নিদর্শন আমাদের দেখিয়ে গেছেন সেই একই দাবি তিনি আমাদের সামনে রাখছেন। তিনি চান আমরা যেন এই ক্রুশকে ভালবেসে গ্রহণ করি এবং এই ক্রুশ থেকেই আমরা প্রৈরিতিক কাজের প্রেরণা লাভ করতে পারি। ক্রুশকে ভালবাসতে পারলেই আমরা মাহাত্ম্য ও গৌরবের অংশী হতে পারব। যিশু কালভেরীর দুর্গম পথে ক্রুশ কাধে বয়ে নিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন কষ্টের সময়গুলোতে আমরা যেন ক্রুশ থেকেই প্রেরণা ও শক্তি লাভ করি। যতবার যিশু আমাদের ক্রুশ বহনের কথা বলেছেন ততবার তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "কেননা যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে নিজেকে হারাবেই, কিন্তু আমার জন্যে যে নিজের প্রাণ হারাবে, সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যে মানুষ সারা জগৎকে পেয়েছে, কিন্তু নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে, নিজের সর্বনাশ ঘটিয়েছে, তাতে তার কীই বা লাভ হল" *(লুক ৯: ২৪-২৫)*।

ক্রুশ আমাদের জীবনে একমাত্র প্রত্যাশা। ক্রুশকে ঘিরে আমাদের জীবন হবে আরও সুন্দর ও পবিত্র। এই ক্রুশই আমাদের জীবনে পরিত্রাণ এনেছে। যিশু ক্রুশকে শুধু এ পৃথিবীতে রেখে যান নি, বরং তা নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে গেলেন। কেননা যিশুর সেই দ্বিতীয় ও গৌরবময় আগমনের সময়ে তাঁর সঙ্গে ক্রুশও থাকবে। ক্রুশের মহা ঐশ্বর্য এমন, যে কেউ তা লাভ করেছে সে সত্যিই একটি ধনসম্পদ লাভ করেছে। আমি উপযুক্ত ভাবেই ক্রুশকেই ধনসম্পদ বলি কারণ সবদিক দিয়ে যত সম্পদের মধ্যে ক্রুশ বাস্তবিকই সবচেয়ে মহামূল্যবান। ক্রুশ যদি না থাকত তা হলে হয়তো বা ক্রুশবিদ্ধ যিশুও থাকত না। তাই আমরা বলতে পারি ক্রুশ হল সেই মহামূল্যবান পানপাত্র যা যিশুখ্রিস্টের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা গ্রহণ করে, ফলে ক্রুশেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের পূর্ণ পরিণতি সাধিত। ক্রুশ হল মৃত্যুযন্ত্র, কারণ খ্রিস্ট স্বেচ্ছায় তার উপর মৃত্যুবরণ করলেন, ক্রুশটি আবার বিজয়মালা কারণ এই ক্রুশ মৃত্যুকেই যিশুখ্রিস্ট জয় করেছেন। আবার এই ক্রুশ আমাদের কাছে প্রৈরিত্রিক কাজের প্রেরণা কারণ এই ক্রুশ থেকেই আমরা লাভ করি শক্তি ও সাহস। এই ক্রুশ আমাদের কাছে সমস্ত আশীর্বাদের উৎস, সমস্ত অনুগ্রহদানের সেই কারণ যার দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বলতা থেকে শক্তি, দুর্নাম থেকে গৌরব, মৃত্যু থেকে জীবন দান করা হয়।

ক্রুশ হল মানব ও ঐশ মিলনের চিহ্ন। আমরা যত বেশি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হব তত বেশি যিশু খ্রিস্টের কষ্টের সহভাগী হওয়ার সুযোগ পাব। যে বলবে তার জীবনে কখনও কোন কষ্ট বা দুঃখ আসেনি সে কখনই খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পারবে না। আবার যে দুঃখ-কষ্টকে এড়িয়ে চলতে চায় সেও খ্রিস্টের কষ্টের অংশী হতে ব্যর্থ। কারণ খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "যে কেউ আমার অনুগামী হতে চায় সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ নিয়ে আমার পিছু পিছু আসুক" *(মার্ক ৮: ৩৪)*। আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তি হিসেবে ক্রুশের ভার আলাদা হবে, কারণ প্রত্যেকের জীবন অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম। আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে যিশুর ক্রুশ হিসেবে উল্লেখ করে থাকি। একজন ব্রতধারী যেহেতু খ্রিস্টকে নিজের জীবনে ধারণ করে তাই সে ক্রুশকে কখনও অস্বীকার করতে পারে না। অন্যদিকে একজন সংসারের মানুষও তার জীবন থেকে ক্রুশকে বাদ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ক্রুশকে গ্রহণ ও বহন করতে পারবে সে অনুভব করবে ক্রুশ শুধু কষ্টের বা যন্ত্রণার নয় বরং আনন্দের ও গৌরবের। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ক্রুশকে গ্রহণ ও বহণ করতে পারে না তার কাছে ক্রুশ শুধু যন্ত্রণা ও অপমানের। ক্রুশ হল আমাদের জীবনে শক্তি, ক্রুশ হল আমাদের জীবনের মুক্তি।

ক্রুশের উপরে যিশুর যন্ত্রণাময় মৃত্যুই মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন। এ সম্বন্ধে যিশু নিজে বলেছেন "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৩:১৩)*। যিশু আমাদেরকে আর দাস বলছেন না, তিনি আমাদেরকে বন্ধু এবং আপনজন বলছেন। খ্রিস্ট নিজে ভালবাসার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের দেখিয়েছেন। মানবের মুক্তিকল্পে তিনি জগতের মানুষকে এতই ভালবাসলেন যে, শেষ পর্যন্ত ক্রুশে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন। যেন কেউ তাঁর স্নেহময় ভালবাসা ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেই তিনি সংসারের পাপ শক্তিকে জয় করেছেন। মানুষের অহংকারের শিকড় তিনি কেটে দিয়েছেন। তাঁর বাক্যে, কর্মে ও আচরণে মানুষের প্রতি এই প্রেম ছিল দীপ্তমান; আর তারই চূড়ান্ত প্রমাণ তাঁর জীবনদানে, ক্রুশে তাঁর আত্মোৎসর্গে। খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে, খ্রিস্টের প্রেম ও ভালবাসা আমাদের জীবনের মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মত তার মূল্য যেন আমরা বুঝতে পারি ও তা লাভের চেষ্টা করি। তাঁর আত্মবলিদানের জন্য আমরা কিভাবে তাকে ধন্যবাদ দিব? কিভাবে তাঁর বন্দনা করব? কিভাবে তাঁর সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে মিলিত হব? আমাদেরও হৃদয় মনে যেন সেই সাধনাই করি। খ্রিস্ট যেমন তাঁর ভালবাসায় সবাইকে সমানভাবে দেখে জীবন বিসর্জন ও রক্ত বইয়ে দিয়েছেন সেই একই ক্রুশের ভালবাসা আমরা যেন অন্যকে দেখাতে পারি। এভাবেই আমরা খ্রিস্টীয় সত্য ও প্রেমের আদর্শ চারিদিক ছড়িয়ে দিতে পারব।

ক্রুশে যিশুর আর্তনাদ, মাথায় কাটার মুকুট, সর্বশরীরে ব্যাথা এবং শেষে ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদের বিনীতভাবে আবেদন জানায় এবং দাবি করে আমরা যেন পরস্পরকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। যিশুর প্রেম অন্তরে অনুভব করতে গেলে পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তবে আমাদের ভালবাসা যেন শুধুমাত্র নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই সীমিত না থাকে। গরীব দুঃখী, অবহেলিত, প্রতিবন্ধী সকল ভাইবোনদের প্রতিই খ্রিস্টীয় ভালবাসা সমানভাবে প্রকাশ করি। যিশু বলেছেন আমার আদেশ হল এই "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাসবে। যিশুখ্রিস্ট সবাইকে ভালবেসেছেন, সামান্য বলে কাউকে তুচ্ছ করেননি, ভালবেসে প্রাণ পর্যন্ত দিতে কণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে কি দিতে পেরেছি? নিঃস্বার্থভাবে প্রিয়তম জ্ঞানে কি ভালবাসতে পেরেছি? না পারিনি। আমরা অনেক সময় হিসাব করে লাভ ক্ষতি অঙ্ক কষে অতি সতর্কভাবে ভালবাসতে চাই। ভালবেসে আমি বা আমরা কি পাবো, কতটা পাবো, তাতে কতটা সুবিধা হবে, আমরা শুধু তাই ভাবি; যেখানে প্রাপ্তির আশা নেই, সেখানে অনেক সময় আমাদের ভালবাসা থাকে না। যাকে ভাল লাগে, আমরা তাকে ভালবাসি, যাকে ভাল লাগে না, তাকে ভালবাসার কথা ভাবতেও পারিনা। যিশু কিন্তু সবাইকে সমানভাবে ভালবেসেছেন, যারা তাঁর ভালবাসার প্রতিদান দেবে না জেনেও তাদের ভালবেসেছেন। যিশু হলেন নিঃস্বার্থ মহাপ্রেমিক। আমরাও যেন নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালবেসে মানুষের যথার্থ সেবা করি। এ সম্বন্ধে খ্রিস্টের উক্তি আমরা যেন সর্বদা স্মরণ করি, "তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাস তবে সকলে জানবে তোমরা আমার শিষ্য" *(যোহন ১৩: ৩৫)*।

ক্রুশের উপর থেকে যিশুকে নানা ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। শত্রুদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে নানা কটুকথা। এ সবই তিনি ক্রুশের উপর থেকে নিরবে সহ্য করেছেন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যখন এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তখন আমাদের কেমন অনুভূতি হয় আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি। নিরবে অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করা কত কঠিন তা বুঝতে পারি যিশুর জীবনের দিকে তাকালে। কিন্তু যিশু সেই কঠিন কাজটিই অতি সহজ ভাবে করেছেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন। আমরা যেন তার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি আমাদের ব্যক্তি জীবনের জন্য। যে শিক্ষা হবে আমাদের এগিয়ে চলার শক্তি। যিশুর সেই ক্রুশ হবে আমাদের জন্য প্রেরণা। ক্রুশের এই প্রেরণার মধ্যদিয়েই আমরা অনুপ্রাণীত হব এবং অন্যকে অনুপ্রাণীত করব॥

ক্রুশ ও ক্রুশের পথ আমাদের জীবনের পথ

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

ভূমিকা: ক্রুশ ও ক্রুশের পথ আমাদের জীবনের পথ। আর তাই আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, তোমরা নিজ নিজ ক্রুশ কাঁধে নিয়ে আমার অনুসরণ কর। কেননা ক্রুশ নিয়েই আমাদের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। ক্রুশে রয়েছে জীবন, আছে মুক্তি, ক্রুশে রয়েছে আমাদের জীবনের সকল নিরাপত্তা। ক্রুশে স্বর্গীয় মাধুর্যের বর্ষণ, ক্রুশেই আমাদের মনের শক্তি, আমাদের আত্মার আনন্দ। ক্রুশেই আমাদের সকল পুণ্যের পূর্ণতা। ক্রুশ ছাড়া আমাদের আত্মার মুক্তি ও অনন্ত জীবনের আশা অকল্পনীয়। আর তাই আমাদের নিজ নিজ ক্রুশ কাঁধে নিয়ে প্রভু যিশুকে অনুসরণ করতেই হবে। ক্রুশের পথ প্রভু যিশুর পথ। ক্রুশের পথ কালভেরীর পথ। ক্রুশের পথ আমাদের জীবনের পথ। কেননা এই পথেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাঁটার ঘায়ে পাথর কণায় নগ্ন পায়ে প্রভু যিশু আমাদের জন্য পথ চলেছেন। তিনি আমাদের জন্য পথ তৈরি করে গেছেন। আজ আমরা সেই ক্রুশের পথেরই অতন্দ্র অনুসারী। খ্রিস্টমণ্ডলীর নানা ঐতিহ্যের মধ্যে একটি অন্যতম ঐতিহ্য হল ক্রুশের পথ। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর জীবন সায়াহ্নে যে অসহনীয় কষ্ট ও যাতনা সহ্য করেছেন, তারই স্মরণে ও সম্মানে আমরা ভক্তিভরে ক্রুশের পথ করে থাকি। প্রভু যিশুর অনুসারী হিসেবে এই ক্রুশের পথেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। ক্রুশের পথই আমাদের গর্বের বিষয়। আমাদের মন পরিবর্তন ক'রে এক নতুন জীবনে সুদৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলার এক নতুন আহ্বান আসে ক্রুশের পথ থেকে।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্যে ক্রুশ ও ক্রুশের পথ: খ্রিস্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, প্রভু যিশুর পুণ্য যাতনাভোগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন আরম্ভ হয় তাঁর ক্রুশারোপনের সময় থেকেই। মণ্ডলীর পিতৃগণের শিক্ষানুযায়ী, যিশুর মা কুমারী মারীয়া বারংবার তাঁর পুত্রের সেই পথে হেঁটেছেন, যে পথে প্রভু যিশু পিলাতের বাড়ি হতে কালভেরী পর্যন্ত হেঁটেছেন। সুইডেনের রাণী সাধ্বী বার্ণাডেটের কাছে এক দর্শনে মা মারীয়া জানিয়েছিলেন, তিনি প্রতিদিন যিশুর ক্রুশের পথে হেঁটেছেন এবং মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্থানগুলো বারবার পরিদর্শন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় যিশুর প্রেরিতশিষ্যগণ, বন্ধুবর্গ এবং আরো অনেকে মা মারীয়ার অনুসরণে ক্রুশের পথে ধ্যান ও প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু হায়রে! তখন খ্রিস্ট ধর্মীয় কোন স্বাধীনতা ছিল না। তখন খ্রিস্ট ধর্মের প্রধান শত্রু ছিল গোঁড়া ইহুদি ও রোমান শাসকগণ। তবে খ্রিস্টানগণ নীরবে-নিভৃতে ধর্ম অনুশীলন করত। খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর যখন এরকম তাড়না, নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতার ঝড় বইছে তখন প্রভু যিশু সাধু পৌলের মতই বেছে নিলেন এমন একজনকে যিনি ছিলেন পৌত্তলিক এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের অন্যতম নির্যাতনকারী। পরবর্তীতে এই মানুষটিকেই প্রভু যিশুখ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করলেন? সম্রাট কনস্টানটাইন।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৩১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর এক পড়ন্ত বিকেলে সম্রাট কনস্টানটাইন তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি সেদিন বেশ চিন্তিত হয়ে ভাবছিলেন, এই যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ করা একবারেই অসম্ভব! কেননা তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বি ম্যাক্সেনটিউসের বিপুল সংখ্যক সৈন্যের তুলনায় তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক কম! এসব ভাবতে ভাবতে সম্রাট কনস্টানটাইন বিষন্ন-নয়নে পশ্চিমাকাশের অস্তমান সূর্যের দিকে তাকালেন। আর ভাবলেন, সূর্যের মতই তার জয়লাভের সম্ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে! আর ঠিক তখনই তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটি লাল ক্রুশ অস্তমান সূর্যের উপরে ভেসে উঠেছে। সেই ক্রুশের উপরে গ্রিক ভাষায় 'খ্রিস্ট' নামের প্রথম দু'টি অক্ষর আর নিচে লেখা, "এই চিহ্নে তুমি জয়লাভ করবে।" সম্রাট কনস্টানইটন পৌত্তলিক থাকা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক তাঁর সৈন্যদেরেকে আদেশ দিলেন, তারা যেন প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র ঢাল ও তলোয়ারে একটি লাল ক্রুশের চিহ্ন রাখে। পরের দিন সম্রাট কনস্টানটাইন তাঁর স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে টাইবার নদীর উপর অবস্থিত মিলভিয়ান সেতুর সামনে উপস্থিত হলেন। সেদিন সম্রাট কনস্টানটাইনের সৈন্যরা ম্যাক্সেনটিউসের সৈন্যদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই ঘটনার পর ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টানদের ধর্ম অনুশীলনের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করেন। শুধু তাই নয়! তিনি খ্রিস্টধর্মকে রোমের 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' হিসেবে স্বীকৃতিও প্রদান করেন।

এরপর ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইনের মা রাণী হেলেন (সাধ্বী) কর্তৃক জেরুসালেমে প্রভু যিশুর ক্রুশ আবিষ্কারের পর থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতা আরো জোরদার হয়। কথিত আছে যে, যিশুকে যে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল সেই ক্রুশটি শত্রুরা মাটির অনেক নিচে পুঁতে রেখেছিল এবং সেই জায়গায় অপদেবতার মূর্তি পূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করেছিল, যাতে কেউ আর তা খুঁজে না পায়। এদিকে সম্রাটের মা রাণী হেলেন প্রভু যিশুর বিষয়ে জেনে তাঁকে মুক্তিদাতারূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি একসময় প্রভু যিশুর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি জেরুসালেম পরিদর্শনে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর হৃদয় দারুণ শোকে কাতর হয়ে উঠল! প্রভু যিশুর সকল স্মৃতিচিহ্ন যে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে! তিনি তখনই সেই স্থানগুলো সংস্কার ও পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, প্রভু যিশুর ক্রুশটি কালভেরী পাহাড়ের কোন একটি স্থানে প্রোথিত আছে। তিনি সেই ক্রুশটি পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। আরম্ভ হল ক্রুশ আবিষ্কারের কাজ। বহু চেষ্টার পর অবশেষে এক জায়গায় পাওয়া গেল তিনটি ক্রুশ। কিন্তু হায়রে! কোনটি যে প্রভু যিশুর ক্রুশ তা নির্ধারণে দেখা দিল সমস্যা! এই অবস্থায় জেরুসালেমের বিশপ মাকেরিউস একটি উপায় অবলম্বন করলেন। সেই সময় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক নারী অদূরেই মুমূর্ষ অবস্থায় পড়েছিল। বিশপ মাকেরিউস ঐ তিনটি ক্রুশ একে একে কুষ্ঠরোগিনীটিকে স্পর্শ করাতে নিয়ে গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুশ দ্বারা কোনও উপকার হল না কিন্তু তৃতীয় ক্রুশটি স্পর্শ করানো মাত্রই সেই নারী সঙ্গে সঙ্গেই কুষ্ঠরোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। এই তৃতীয় ক্রুশটিই যে প্রভু যিশুর ক্রুশ সেই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। তখন রাণী হেলেন যিশুর ক্রুশ আবিষ্কারের ঐ স্থানটিতে একটি গির্জা নির্মাণ করলেন। সেই গির্জায় একটি রূপার পাত্রে ক্রুশটির প্রধান অংশ রেখে বাকি অংশটুকু রাণী তাঁর পুত্র সম্রাট কনস্টানটাইনকে উপহার দিলেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে পবিত্র বাইবেল অনুবাদক সাধু জেরোমের এক লেখা থেকে জানা যায়, পুণ্যভূমি দর্শন করতে আসা তীর্থযাত্রীগণ এই ক্রুশের পথেই তাদের তীর্থ করতেন। এভাবে প্রভু যিশু এবং ক্রুশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এদিকে সপ্তম শতাব্দীতে অর্থাৎ ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সৈন্যরা পুণ্যনগরী জেরুসালেম দখল করে

নেয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুনরায় হাতে আসে পুণ্যনগরী জেরুসালেম। তখন পিলাতের আদালত থেকে যে দীর্ঘ পথে যিশু কালভেরী পর্বত পর্যন্ত গিয়েছেন সে পথে ভক্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কাঠের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুর পায়ে হাঁটা সেই 'ক্রুশের পথ' অনুসরণ করার প্রচলন আরম্ভ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিসকান সংঘের সন্ন্যাসীগণ 'ক্রুশের পথ' অনুশীলনের ব্যাপক বিস্তার সাধন করেন। কালের পরিক্রমায় এক সময় ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্ট পবিত্র মঙ্গলসমাচার ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাসমূহ স্মরণ করে ক্রুশের পথের স্থায়ী পরিচালনা নীতি ও ১৪ টি স্থান নির্ধারণ করেন। এরপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল প্রভু যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যের ঐশতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ক্রুশের পথের স্থানগুলোর নতুন ধারাবাহিকতা অনুমোদন করেন। সেই সাথে সময়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অনুধ্যান রচনা করেন, যা মণ্ডলীতে আজও বিদ্যমান।

আমাদের জীবনে ক্রুশ ও ক্রুশের পথ: প্রভু যিশুর ক্রুশ হল কষ্ট ও যাতনার প্রতীক, যার মধ্যদিয়ে আমাদের কাছে পিতা ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। এই ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেই পিতা ঈশ্বর মানুষকে আপন ক'রে নিয়ে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যকার যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। আমরা সৃষ্টির ইতিহাসে দেখতে পাই, আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলে ঈশ্বর তাদের এদেন বাগান থেকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারপরও দিনের পর দিন মানুষ পাপ করতে করতে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই অবস্থায় ঈশ্বর মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং ধর্মের পথে পরিচালিত করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাদের প্রেরণ করেছেন। অবশেষে তিনি কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় নিজ পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন, যেন মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। যিশুখ্রিস্ট মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন যাতে মানুষ ঈশ্বরের আরও কাছে আসতে ও তাঁর সান্নিধ্যে বসবাস করতে পারে। এজন্য যিশু সমাজের পাপী, ঘৃণিত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষ নেওয়ার জন্য নিষ্পাপ হয়েও মানুষের পাপ মোচনের জন্য দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন। তিনি শুধুমাত্র দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে থেমে থাকেননি, বরং মানুষের পাপের জন্য সর্বোচ্চ ঘৃণা ও অপমানজনক ক্রুশের কাছে নিজেকে সমর্পন করলেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনি ক্রুশকে পবিত্র করে তুললেন এবং মানুষের পাপের বলি হিসেবে নিজেকেই সেই ক্রুশে বলিকৃত করলেন। তাতে ক্রুশ হয়ে উঠল পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা।

প্রভু যিশু ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মানুষের জীবনে নতুন আশা ও নবজীবন এনেছেন। কারণ যিশু ক্রুশে আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে জাগতিক সকল মোহ-মায়া, লোভ-লালসা ও পাপের দিক দিয়ে মৃত্যুবরণ করে শেষে পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। এভাবেই ক্রুশ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে আশা ও নব জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। আজ একমাত্র প্রভু যিশুর ক্রুশ আমাদের সকল প্রকার জাগতিক মোহ ও ভোগবিলাসিতা থেকে মুক্ত করে নতুন জীবনের আশা ও আলো দেখাতে পারে। তাই আজ প্রভু যিশুর কষ্টের পথে চলাই আমাদের জন্য নতুন আহ্বান। কথায় আছে 'ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ'। কাজেই আমরা কষ্টের মাধ্যমে যে আনন্দ বা কোন কাজে সফলতা পেলে তা জীবনকে আরও সমৃদ্ধশালী করে। কষ্ট করে অর্জিত সাফল্য বেশিদিন টিকে থাকে আর কষ্ট না করে সাফল্য পেলেও সেটা বেশিদিন টিকে না এবং প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। যিশুখ্রিস্টের বাণী অনুযায়ী, নিজ নিজ ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আমাদের সকল আনন্দ নিহিত। আমরা পুনরুত্থানের আনন্দ চাই; আর সেই আনন্দের পূর্বশর্ত হল নিজের ক্রুশ নিজে বহণ করা। আজ আমাদের চার পাশে রয়েছে হাজারো ক্রুশ! নানান ধরণের ক্রুশ! আমরা চাই বা না চাই আমাদের জীবনে ক্রুশ আসবেই অর্থাৎ আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবেই। আর এই দুঃখ কষ্ট যে কত প্রকারের তা ব'লে শেষ করা যাবেনা। নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারাই হচ্ছে আমাদের নিজ নিজ ক্রুশ বহন করা।

সাধু পল বলেন, খ্রিস্টযিশুর যে মনোভাব ছিল, তা যেন আমাদের অন্তরেও থাকে। প্রভু যিশু যেমন নিজেকে নম্র করেছিলেন তেমনি ভাবে আমাদেরকেও নিজেকে নম্র করতে হবে। মহান সাধু লিও বলেন, "যদি কেউ খ্রিস্টের সঙ্গে যাতনাভোগ, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান না করে, তবে সে কিছুতেই খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হতে পারে না, কারণ খ্রিস্ট নিজেই তো যাতনাভোগ, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন।" আজকের জগতে প্রভু যিশুর স্বর্গরাজ্যকে ভালবাসে এমন শিষ্য যিশুর অনেক আছে; কিন্তু তাঁর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত শিষ্যের সংখ্যা খুবই কম। অনেকে সান্ত্বনা চায় কিন্তু দুঃখ-কষ্ট চায় না। যিশুখ্রিস্ট ভোজনের সাথী হিসেবে অনেককেই পান কিন্তু তাঁর সঙ্গে উপবাস করার মত মানুষ কমই আছে। অনেকেই যিশুর আশ্চর্য কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় কিন্তু কম মানুষই তাঁর ক্রুশীয় অপমানের কথা উপলব্ধি করতে পারে। যতদিন কোন দুঃখ-কষ্ট না আসে ততদিন অনেকেই যিশুকে ভালবাসে; অনেকেই যিশুর প্রশংসা কীর্তন করে। অথচ যখনই আমাদের জীবনে ক্রুশের ছাঁয়া পড়ে কিংবা ক্রুশ ঘনিয়ে আসে, তখনই আমরা দূরে সড়ে থাকি। তখনই আমরা পাশ কাঁটিয়ে গিয়ে বিকল্প পথের সন্ধান করি। আর ঠিক তখনই আমরা আমাদের পরিত্রাতা যিশুকে ভুলে যাই! ভুলে যাই, তিনি কেবল আমাদের কথা ভেবেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সমগ্র জগতের দায়ভার! সুতরাং হে খ্রিস্টভক্তগণ, আসুন আমরা আমাদের প্রতিদিনকার খ্রিস্টীয় জীবনে আমাদের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে প্রভু যিশুর দেখনো ক্রুশের পথ অনুসরণ করি। আর স্মরণে রাখি, ক্রুশ ও ক্রুশের পথ আমাদের জীবনের পথ...॥ ৯

SHARK LTD, one of the leading Data Center Solution Providers in Bangladesh is looking for young, Energetic, Hard – Working, pro-Active, Smart, Honest and Target Oriented person for "Senior Executive Sales & Receptionist"

Educational Requirements for Senior Executive Sales

No. of Vacancies : 06 (Six)
Academic Qualification: HSC & above

Educational Requirements for Receptionist

No. of Vacancies : 01 (One)
Academic Qualification: SSC & above

Experience : Preferable.
Salary: Negotiable.
Minimum Age Limited: Max 35 years.

Address:

SHARK Ltd., Suit: C, 13th Floor, Concord CenterPoint, Farmgate, Dhaka -1215. Bangladesh.
Email: hrd.sharkltd@gmail.com, hrd.sharkltd@gmail.com Contact Number: 01911-525373, 01843-075005

বিজ্ঞ/৭৮/২২

তপস্যা কাল হলো তপস্যার সময়

মিলটন খোকন হালদার

খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম দিকে তপস্যা কালে উপবাস ছিলো কঠিন সাধনার বিষয়। যিশুর চল্লিশ দিন মরু প্রান্তরে উপবাস স্মরণে খ্রিস্টানদের বড় ধর্মীয় ও পবিত্র পার্বণ হলো তপস্যা কাল। পবিত্র বাইবেলের মথি, মার্ক ও লুকের সুসমাচার আলোকে যিশুর বাণী প্রচার কাজ শুরু করার আগে তিনি মরু প্রান্তরে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হবার পূর্বে ও পিতার ইচ্ছা বুঝতে যিশু মরু প্রান্তরে ৪০ দিন কৃচ্ছ্র সাধনা, উপবাসে দিনাতিপাত করেন। আজকে আমরা যিশুর মতো মরু প্রান্তরে যাই না, ৪০ দিন রাত উপবাস করি না, তবে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হই। শয়তানকে হারাতে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করতে হয়। আর শক্তি আমরা পেতে পারি উপবাস করে। গোটা বিশ্বের রোমান কাথলিকসহ নানা বিদ্রোহী খ্রিস্টান দল গোটা চল্লিশ দিন উপবাসে কাটান। এখন প্রশ্ন হলো- তপস্যা কালে কেন এই উপবাস? সাধনা আর উপবাসের মাঝে সম্পর্ক কি? উপবাস, ক্রুশ এবং পুনরুত্থানের সম্পর্ক কি?

আনেক খ্রিস্টান এই তপস্যাকালে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করেন। যেমন: বাইবেল পাঠ, তপস্যা কালীন আরাধনা, ক্রুশের পথ, যিশুর ক্রুশ বহন ও ধ্যান, যিশুর ক্রুশের উপর সপ্তবাণী ধ্যান, এবং ক্রুশ আরাধনা। অনেক মণ্ডলী পবিত্র ক্রুশে ও বেদীতে ফুল প্রদান করেন। এই সব কিছু করার মাঝে মানুষ যিশুর মরু প্রান্তরে প্রলোভনের কথা স্মরণ করেন। এই কৃচ্ছ্র সাধনা হলো ধর্মীয় প্রতীক। মূলতঃ আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি শয়তানের প্রলোভন থেকে নিজেকে যেন বিজয়ী করতে পারি।

তপস্যা শব্দের ইংরেজি হলো Lent, যার বাংলা অর্থ হলো বসন্ত কাল। এই বসন্ত কাল হলো যিশুর পুনরুত্থানের পূর্বে ৪০ দিন প্রস্তুতির কাল। অন্য কথায় বলা চলে, তপস্যা কাল হলো উপবাসের সময় বা মহা উপবাসের কাল। মোট কথায় Lent শব্দটির তিনটি অর্থ আছে। যার প্রথমটি হলো উপবাস কাল আর বাকী দুইটির অর্থ হলো ৪০ দিন প্রস্তুতি কাল। অর্থাৎ, যিশুর পুনরুত্থানের পূর্বে খ্রিস্টান সমাজ যে ৪০ দিন উপবাসে থেকে পুনরুত্থানের প্রস্তুতি নেয় তাই হলো তপস্যা কাল।

প্রথম দিকে খ্রিস্টান ঐতিহ্যে পুনরুত্থানের পূর্বে প্রৈরিতিক সমাজ রুটি, সবজি, লবণ আর জল খেয়ে উপবাস করতো। তপস্যা কালে তারা মাংস আর মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতো। ৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু আথানাসিউস লিখেন: অন্য সময় আমাদের উপবাস হতে পারে স্বেচ্ছামূলক কাজ, তবে তপস্যা কালে উপবাস না করাটা আমাদের জন্য পাপ। আগে কাউন্সিল অফ নিসা পরবর্তী কালে, তপস্যা কালের উপবাস যিশুর বাপ্তিস্ম এর সাথে মিল রেখে করা হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ঐশতত্ত্ববিদগণ অনুধাবন করেন যে, পুনরুত্থান হলো বাপ্তিস্ম এর চেয়ে পবিত্র ও মহৎ ঘটনা। তাই পুনরুত্থানের পূর্বে ক্ষুদ্র সময় ৪০ দিনকে তপস্যাকাল বলে নির্ধারণ করেন। তাই মোট কথা হলো, যিশুর পুনরুত্থানের ৪০ দিন পূর্বে আমরা যে তপস্যা বা উপবাস করি তাই হলো তপস্যা কাল।

কাথলিক মণ্ডলীতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর ভস্ম বুধবার থেকে শুরু করে পুণ্য শুক্রবার খ্রিস্টযাগ প্রতিষ্ঠার মহারাত্রি পর্যন্ত এই ৪৪ দিন তপস্যা কাল বলে বিবেচিত। তবে এই সময়ের সকল রবিবার বাদ দিয়ে পুণ্য শুক্রবার এবং পুণ্য শনিবারকে যোগ করে ৪০ দিন করা হয়েছে। পুণ্য বৃহস্পতিবার তপস্যাকাল শেষ হলেও উপবাস চলমান থাকে পুণ্য শুক্রবার ও পুণ্য শনিবার পর্যন্ত। মথি *(৬:১৬ পদে)* সসুসমাচারে বলা হয়েছে: যখন তুমি উপবাস করো, তখন মুখ গুমরা করে রেখো না।

পবিত্র বাইবেলের ২য় বিবরণ গ্রন্থে আমরা পাই, যখন কোন সাপে কাটা লোক, টাঙ্গানো সাপের দিকে ফিরে তাকায় সুস্থ হয়ে ওঠে। মরু প্রান্তরে ইস্রায়েল জাতিকে সাপে কেটে মারতে শুরু করলে, ঈশ্বর তাদের মুক্তির জন্য একটি সাপকে টাঙ্গাতে বলেন এবং সাপে কাটা ব্যক্তি ঐ সাপের দিকে তাকালেই সুস্থ হয়ে যেত। আজকে আমাদেরও ক্রুশের দিকে তাকাতে হবে।

আমরা খ্রিস্টান। তাই সর্বদা, আমাদের অন্তঃকরণ ক্রুশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিশেষভাবে তপস্যাকালে কারণ এই সময় আমরা স্মরণ করি প্রভু যিশুর যাতনাভোগ এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপর তাঁর প্রাণত্যাগ। তাই ক্রুশ অর্থ আমাদের পরিত্রাণের পথ। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের কারণে দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছেন, সে কথা স্মরণ করে নিজ নিজ পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি। তিনি ঈশ্বর হয়েও আমাদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। তাই এসো, আমরা তাঁরই আদর্শ সেই দুঃখ ও কষ্টের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করি॥

নিষিদ্ধ মুক্তির প্রলাপ!

বিকাশ জে মারাণ্ডী ওএমআই

একফোঁটা জল বেলাশেষের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে
একটি নিষিদ্ধ গল্প লিখি।
ক্ষয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রণয়ে নজরবন্দি দৃষ্টির খণ্ডাংশ
ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু হয়ে ঝরে যায় কিছু আবেগ।
উন্মুক্ত বাতায়নে খেলা করে নিষিদ্ধ ভায়োলিনের সুর,
নৈঃশব্দের আবহে নিষিদ্ধ আর্তচিৎকার।
যখন ছায়ালোকে মায়ার আলো জ্বলে,
তখন ইট-সুরকিতে গাঁথা হয় নিষিদ্ধ কোনো এক অট্টালিকা
অবহেলার রোদ-চক্করে ঝলসে যায় শরীর
রাস্তার মোড়ে প্রলাপ বকতে থাকে মুক্তকণ্ঠ।
নিথর দেহ পড়ে থাকে অবহেলায় বালুকাময় শুষ্ক হ্রদে,
কিংবা পিচঢালা রাজপথে।
নিস্তেজ বিবর্ণ শিকড়কে আঁকড়ে ধরে জন্ম নেয় লক্ষ লক্ষ নিষিদ্ধ বৃক্ষ,
কাঁটাঝোপে আটকে থাকে দুর্বল শাখা–প্রশাখা।
রঙ-বেরঙে নামাঙ্কিত প্রহরে প্রহরে ছাপা হয় কন্টকময় অভিশাপ,
আর যখন মুক্তি চাই-
তখন শুরু হয় পাতাঝরার যতসব মনভোলানো অভিনব গল্প;
আমি তাকে নিষিদ্ধ গল্প বলি।
আত্ম-স্বাধীনতা যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, মুক্তি সেখানে নিষিদ্ধ।
পরাধীনতার প্রচ্ছদে লিখিত গল্পগুলো মুখস্থ বিদ্যার সংকীর্তনে মুখর।
অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আর ঘুমের ঘোরে বসবাস তবু আমার বেঁচে
থাকার মিথ্যা প্রয়াস।
শেষমেষ আমার ভেতরেই আমি এখন মুক্তি নামক
নিষিদ্ধ গল্পের খুঁজি॥

আমাদের পৃথিবী, সুরক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের

মালা রিবেরু

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে বর্তমানে আমরা এক অস্থির পরিবেশে বসবাস করছি। এই দূষিত পরিবেশের প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের উপর পড়েছে। যার কারণে ক্যানসার, হার্ট ও ফুসফুসে সমস্যায় মানুষ ভুগছে। তাই সকলের সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মল বাতাস ও সুন্দর পরিবেশ খুবই প্রয়োজন। তাই পৃথিবী সকল মানুষের সচেতনতার জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বাস্থ্য" ঘোষণা করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা মতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৩ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার কারণে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে জলবায়ু সংকট, যা কিনা প্রতিনিয়ত মানুষের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলছে।

এ জলবায়ু সংকটের অন্যতম কারণ আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বানিজ্যিক সিদ্ধান্ত, যা কিনা আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে। আমাদের বাড়ীর চারিপাশের নোংরা থেকে মশা জন্ম নিচ্ছে এবং খুব তাড়াতাড়ি মশাবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি সমুদ্র তলদেশে ও পাহাড়ের চূড়ায় প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে, যা কিনা খাবারের মধ্যে প্রবেশ করছে। এর সাথে আরো বিভিন্ন কোম্পানি অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয় খাবার তৈরি করছে যা কিনা ক্যানসার ও ফুসফুসের সমস্যা করছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় দেখা বিজ্ঞানের নিরাময় শক্তি, পাশাপাশি আরো দেখা গেছে আমাদের পৃথিবীতে বৈষম্য। আমাদের দরকার সকল বৈষম্য ভুলে ধনী-গরীব মিলে বসবাস করা। কিন্তু আমরা বর্তমানে এক অস্থির জগতে বসবাস করছি, অনেক মানুষ চরম দরিদ্র্যতার মধ্যে বসবাস করছে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পূরণ করতে পারছেনা।

আমাদের এখন সময় হয়েছে উন্নতশীল দেশের নেতাদের সাথে এক হয়ে উননয়নশীল ও যারা চরম দরিদ্র্যতার নিচে বসবাস করছে সেইসব দেশের মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে একশ্রেণীর মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সমস্ত সুবিধা ভোগ করবে, আর অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতাসহ আরো বিভিন্ন রোগে সারাজীবন ভুগবে অথবা অচিরে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে।

শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং. নিবন্ধন নং - ১৪/১৯৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/২০০৮, ২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/২০১৫,
গ্রাম: শুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিমতলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল নম্বর- ০১৭১৫০৩৮৫৪৭, ০১৩০৪৯৬৬৪৪৭, ই-মেইল : solepurcccul@yahoo.com

তারিখ : ০৩-০৪-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৬-০৫-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার শুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টা সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

সজল জন পিরীজ
চেয়ারম্যান
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বাপ্পী লুকাস কস্তা
সেক্রেটারি
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ০৬-০৫-২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:৪৫ মিনিটের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করতঃ খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১ টা হতে ২:৩০ মিনিট পর্যন্ত।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় দুপুরের আহারের পূর্বে একবার এবং পরে একবার উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সকল সদস্যদের মধ্যে লটারী প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/৮৩/২২

সাধুর বাড়িতে একদিন: কার্ডিনাল পরম্পরা সংরক্ষণাগার

রবীন ভাবুক

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ছায়াঘেরা একটি বাড়ি। অদূর বয়ে চলে শ্রীমন্ত নদী। নদীর পাশ ঘেষে সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এন্ড কলেজ। পাশেই পাদ্রীশিবপুর ঐতিহ্যে মোড়া গির্জাটি। গির্জার সামনের কাঁচা রাস্তা ধরে একটু এগোলেই সাধুর বাড়ি। শুনশান নিরবতা ভেঙ্গে পাখির কলকাকলীতে মুখরিত। বাড়িটিতে প্রবেশ করতেই একটি পবিত্রতার ভাব চলে আসে।

বাড়িটি পাদ্রীশিবপুরে সাধুর বাড়ি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এটি কার্ডিনালের বাড়ি হিসেবেও সবার কাছে পরিচিত হয়েছে।

ফটক পেরিয়ে প্রবেশ করতেই দ্বিতল কারুকার্যের বাসভবন। এখানেই বাংলার প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র জন্ম ও বেড়ে ওঠা। দ্বিতল বাসভবনের ডান পাশে নতুন একটি বিল্ডিং দেখা যায়। বিল্ডিং-এর সামনেই বাংলার প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিকের ম্যুরাল। বুঝতে বাকি থাকে না, এটাই কার্ডিনালের পরম্পরা সংরক্ষণাগার। কার্ডিনালের পরিবার ও এলাকার মানুষের চিন্তাধারায় এই সংরক্ষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সংরক্ষণাগারে প্রবেশ করতেই সুসজ্জিত একটি চ্যাপেল পড়ে। সেখানে প্রতিদিন প্রার্থনা করা হয়। এ ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। কার্ডিনাল কখনো পাদ্রীশিবপুর গেলে সেখানে খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা হয়। তবে, কার্ডিনাল যেহেতু খ্রিস্টযাগ অর্পণ করে, তাই বেশি মানুষের উপস্থিতির জন্য সংরক্ষণাগারের সামনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। সেখানেও পবিত্র বেদি স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংরক্ষণাগারের সামনেই মঞ্চের উপর বেদি বসানো হয়।

চ্যাপেলের মধ্যে খ্রিস্টযাগের জিনিসপত্রসহ দেওয়ালে রয়েছে ধর্মীয় ও কার্ডিনালের বিভিন্ন রকমের ছবির সমাহার।

চ্যাপেল লাগোয়া রুমে রয়েছে কার্ডিনালের পরম্পরার স্মৃতিচিহ্ন। কার্ডিনালের পিতৃপুরুষ ও পারিবারিক জিনিসপত্র ও ছবি সংবলিত আর্কাইভটি ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব বিস্তার করবে দর্শণার্থীদের। কার্ডিনালের পিতা ও মাতার ছবিসহ তাদের ব্যবহার্য কিছু জিনিস ও বিভিন্নজনের ছবিও রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ে কার্ডিনালের বিভিন্ন ধর্মীয় পোশাক। পোপ জন পলের দেওয়া ক্যাসাক, স্টোল ও বিশপীয় লাঠি, পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া পোশাক ও মাথার টুপি (ধর্মীয়), ক্রুশ, চেইন, ব্যবহৃত বাটিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় জিনিসপত্র। বিভিন্ন তাকিয়ায় সাজানো রয়েছে থরে থরে বিভিন্ন সম্মাননা ও স্মারকের স্মৃতি। কার্ডিনাল প্যাট্রিকের রয়েছে অসংখ্য প্রকাশনা। তার প্রতিটি প্রকাশনার কপি রয়েছে এই সংরক্ষণাগারে। মোট কথা এই সংরক্ষণাগার ভ্রমণ করলে কার্ডিনাল প্যাট্রিকের পুরো জীবনী এক জায়গায় পাওয়া যাবে। এখানে কার্ডিনালের সকল স্মৃতিবিজরিত স্মৃতিচিহ্নের সমাহার রয়েছে। তার শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

পরিদর্শনের পাশাপাশি তার পরিবারের মানুষের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে কার্ডিনালের বিষয়ে অজানা অসংখ্য তথ্য। দর্শন শেষে সংরক্ষণাগারের রেজিস্টার খাতায় স্বাক্ষর করে রাখা হয়, যা এই পবিত্র স্থানের স্মৃতি হিসেবে সব সময় সমুজ্জ্বল থ াকবে।

কার্ডিনালের নিকটাত্মীয় যোসেফ ডি'রোজারিও ও পংকজ বার্নাড ডি'রোজারিও'র সাথে আলাপ করে জানা যায়, মূলত মানুষের কাছে বাংলার প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিকের স্মৃতিকে ধরে রাখতে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্যই এই সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে অনেক দর্শণার্থী আসতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে দর্শণার্থীর সংখ্যা বাড়বে।

পাদ্রীশিবপুর পরিদর্শনটা ছিল একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়। অন্য একটি কাজের জন্য সেদিকটায় গেলেও কার্ডিনালের সংরক্ষণাগারটি পরিদর্শন করে তৃপ্তি অনুভব করলাম। সবচেয়ে সুবিধা ও ভাললাগার ছিল কার্ডিনালের নিকটাত্মীয় যোসেফ ডি'রোজারিওকে সফরসঙ্গী হিসেবে পেয়ে। তার মুখেই অনেক কিছু জানতে পারলাম পাদ্রীশিবপুর সম্পর্কে। যোসেফদা ধীরে ধীরে গল্পের ছলে অনেক বিষয়ই সহভাগিতা করেছিল। পরবর্তীতে আরো অনেক বিষয় নিয়ে বলতে গেলে সেইসব গল্প বলা যাবে!

কার্ডিনাল প্যাট্রিকের যাজকাভিষেকের সময় তার গর্ভধারীণি মা বলেছিলো, 'আমার ছেলে পোপ হবে।' মায়ের মনে সন্তানের ভবিষ্যতের দর্শন ঠিকই উঁকি দিয়েছিলো।

১ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রিশিবপুর জন্মগ্রহণ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক। বরিশালের নদী অববাহিকায় সারা বছর জলের সাথে বেড়ে ওঠা মানুষদের সাহসের কমতি থাকে না। কার্ডিনাল তেমনি একজন। বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, কার্ডিনাল প্যাট্রিক যেমন সাহসী একজন মানুষ, তেমনি নম্র একজন ব্যক্তিত্ব।

নিজ গ্রামের স্কুলে পড়াশুনার জীবন শুরু করেন তিনি। মায়ের হাত ধরেই গির্জায় যাওয়ার অভ্যেস আজ তাকে নিয়ে গেছে ধর্মীয় শিক্ষাগুরুর দ্বারপ্রান্তে। নম্র ছেলেটিকে সবাই ভালবাসতো।

গর্ভধারীণি মায়ের প্রার্থনা, খ্রিস্টের অনুগ্রহে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন। জীবনের চরম নম্রতা এবং খ্রিস্টের বাধ্যতার জীবনে প্রবেশ করে মানবকল্যাণে সহজেই সপেঁ দিলেন নিজেকে।

ধীরে এবং নম্রস্বরে খ্রিস্টের বাণী প্রচার সকলকে মোহিত করতো সহজেই। বাধ্যতা

এবং শুচিতার পরম প্রকাশ ঘটলো ২১ মে, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় কার্ডিনাল প্যাট্রিক রাজশাহীর বিশপ পদে মনোনয়ন পান এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁর বাধ্যতা, শুচিতা এবং কর্মসাধনার জন্য মণ্ডলী তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব দান করে, খ্রিস্ট যেমন তার সহচরী শিষ্যদের দায়িত্বে আহ্বান করে বাণী প্রচারের ভার দিয়েছিলেন। তেমনি ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপ প্যাট্রিক বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৃহত্তর বরিশাল এবং চট্টগ্রামের বিশাল অঞ্চলগুলোর পালকীয় দায়িত্ব পালন এতটা সহজ ছিলো না। কিন্তু তিনি খুব সহজেই ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তসহ অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও প্রিয় হয়ে উঠলেন।

ঐশ্য আশীর্বাদ যেন জীবনের সকল পূর্ণতাকে পরিশোধিত করে কার্ডিনাল প্যাট্রিককে করে তুলেছিলো মণ্ডলীরই একটি স্তম্ভ। ২৫ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট কার্ডিনাল প্যাট্রিককে ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ২৫ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আর্চবিশপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর্চবিশপের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর কর্ণধার হয়ে পালকীয়সহ সামাজিক সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেন।

দেশীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি সুদূর প্রসারী ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহাবস্থানসহ নানা বিষয়ে তিনি দেশের মানুষের আস্থা এবং সম্মান অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকলের নিকট থেকে সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের কাছ থেকে পলিউম সম্মাননা লাভ করেন ২০১১ খ্রিস্টাব্দে। এটি কাথলিক যাজকদের একটি সর্বোচ্চ সম্মাননা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক সবচেয়ে বড় আশীর্বাদে ধন্য হলেন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। তার সমগ্র জীবনই গৌরবের হলেও, ২০১৬ তার জন্য বিশেষ অর্জনের সময়। তার চেয়েও বড় অর্জন দেশ ও মণ্ডলীর।

৯ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রোববার দয়া বর্ষে বাংলাদেশের মানুষ গৌরবের খবর পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। ভাতিকান থেকে পোপ কর্তৃক তিনি কার্ডিনাল হিসেবে ঘোষিত হন এ দিন। একই বছর ১৯ নভেম্বর কার্ডিনাল পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন॥

দশমিক শূন্য পাঁচ

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

প্রিয়ন্তিদের বাসায় দু'দিন যাবৎ রান্না-বান্না বন্ধ। বাসার সকলের ভীষণ মন-খারাপ। সবচেয়ে বেশী মন খারাপ প্রিয়ন্তির। প্রিয়ন্তির মা-বাবা প্রিয়ন্তীর ওপর দু'একবার রাগ-অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রিয়ন্তিকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে তারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বাসায় রান্না বন্ধ থাকাতে সবচেয়ে বেশী সমস্যা হচ্ছে প্রিয়ন্তির ছোট ভাই রাজুর। রাজুর বয়সী প্রায় সব ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে ফাস্ট-ফুডে আসক্ত। ফুড-পান্ডা, কেএফসির হালনাগাদ অফারগুলো ও'দের মুখস্ত। কিন্তু রাজুর ফাস্ট-ফুড পছন্দ নয়। মা'র রান্না করা খাবার ছাড়া রাজুর একবেলাও চলে না।

প্রিয়ন্তি এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৯৫ পেয়েছে। জিপিএ ৫ থেকে প্রিয়ন্তির মেধার দূরত্ব দশমিক শূন্য পাঁচ। দশমিক শূন্য পাঁচের জন্য প্রিয়ন্তিদের বাসায় রান্না-বান্না বন্ধ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ। প্রিয়ন্তির বাবার অফিসে যাওয়া বন্ধ। দশমিক শূন্য পাঁচ প্রিয়ন্তিদের সুখী পরিবারটিকে হঠাৎ আসা কালবৈশাখী ঝড়ের মতো লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছে।

কিভাবে যেন খবর পেয়ে প্রিয়ন্তির বড় মামা সন্ধ্যায় প্রিয়ন্তিদের বাসায় আসেন। দু'হাতে মিষ্টির প্যাকেট। প্রিয়ন্তির মামা বাস্তববাদী মানুষ। ধৈর্য্য এবং সততার জীবন্ত উদাহরণ। বর্তমান সমাজে প্রিয়ন্তির মামার মতো মানুষ সত্যিই বিরল। দরিদ্রতার কারণে বেশী-দূর লেখা-পড়া করতে পারেননি। তবে সৎভাবে লড়াই করেও যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় প্রিয়ন্তির মামা তা দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

প্রিয়ন্তির মামা এসেই সবাইকে বসার ঘরে ডাকেন। প্রথমে তিনি প্রিয়ন্তিকে অভিনন্দন জানান এবং প্রিয়ন্তির মুখে মিষ্টি তুলে দেন। তিনি বলেন- আমি জানি, তোমাদের মন খারাপ। তবে দুলাভাই, তোমার নিকট থেকে আমি এমনটা আশা করিনি। তোমার মতো একজন শক্ত এবং বাস্তববাদী মানুষ যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়ে তবে অন্যদের কি হবে? ছেলে-মেয়ে দু'টোর দিকে তাকিয়ে দেখেছো একবারও? দেখো তো কি অবস্থা হয়েছে বাচ্চা দু'টোর!

প্রিয়ন্তি জিপিএ ৫ থেকে দশমিক শূন্য পাঁচ কম পেয়েছে। দশমিক শূন্য পাঁচের জন্য আমাদের প্রিয়ন্তি কি কম মেধাবী হয়ে গেল? জিপিএ ৫ পাওয়া ভাল। তবে জিপিএ ৫ পাওয়াটাই জীবনের সবকিছু নয়। শুধুমাত্র জিপিএ ৫ দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মেধার বিচার করা ভীষণ অন্যায়। আমার কয়েকজন পাইলট বন্ধু আছে। দক্ষতার সাথে বিমান চালিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে নিয়মিত। ও'রা কেউই সকল পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পায়নি। যে ড্রাইভারটি কোটি টাকারও বেশী দামে কেনা লাক্সারিয়াস বাস চালিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার যাচ্ছে, যে লোকগুলো নিত্য-নতুন ড্রেস-শাড়ি ডিজাইন করছে, গহনা বানাচ্ছে, ব্যবসায় সফলতা পাচ্ছে, তাক-লাগানো চিত্র কর্মের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে, গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখে এবং সিনেমা-নাটক বানিয়ে পুরস্কার পাচ্ছে তাদের অধিকাংশই একাডেমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাননি। কিন্তু তারা নিজ নিজ কর্মে সফলতা অর্জন করেছেন। তারা কি মেধাবী নন?

প্রিয়ন্তি মা, তোমার দশমিক শূন্য পাঁচ কম পাওয়াটা খুবই ছোট একটি সমস্যা। এটিকে বড় করে দেখলে পরবর্তী সাফল্য অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তুমি তোমার পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করে যথাযথ প্রস্তুতি নাও। অতীতের ভুলগুলো চিহ্নিত করে সংশোধনের চেষ্টা কর। জীবন-চলার পথে সমস্যা আসবেই। সমস্যাগুলোকে সুযোগে পরিণত করতে হবে। সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে, ভেঙ্গে পড়লে, সুযোগ সৃষ্টি হবে না।

দিদি, দুলাভাই, তোমরা হয়তো ভাবছো, প্রিয়ন্তি জিপিএ ৫ পায়নি তাই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মুখ দেখাবে কিভাবে? ও'দের ছেলে-মেয়েরা তো প্রায় সকলেই জিপিএ ৫ পেয়েছে। আমাদের একাডেমিক সমাজ এ অবস্থাটা তৈরী করেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, এ-সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই প্রিয়ন্তি জিপিএ ৫ পায়নি জেনে খুশী হয়েছে। প্রিয়ন্তি পরবর্তীতে ভাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেনি- এ সংবাদ শোনার অপেক্ষায় আছে তারা। আমাদের পরশ্রীকাতর সমাজ ছোট ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করছে অনবরত।

কে খুশী হলো আর কে হলো না তা না ভেবে এখন প্রিয়ন্তির একমাত্র কাজ শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করা। আমাদের সকলের দায়িত্ব এ কঠিন সময়টায় প্রিয়ন্তিকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করা।

দু'দিন পর প্রিয়ন্তিদের বাসায় রান্না হয়। প্রিয়ন্তির মা চেষ্টা করেন সকলের প্রিয় খাবারগুলো রান্না করতে। সকলে একসাথে বসে তৃপ্তি সহকারে রাতের খাবার খায়। খাওয়া শেষে প্রিয়ন্তি ও'র ঘরে গিয়ে পড়তে বসে। ও'কে যে দশমিক শূন্য পাঁচকে পেছনে ফেলে সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে প্রিয়ন্তি মোটেও কম মেধাবী নয়॥

Employment Notice

Caritas Development Institute (CDI) invites applications from the eligible candidates (men and women) for one position of '**Driver**'.

Details of the Position and Required Qualifications	Job Responsibilities
▪ **Job Title: Driver** ▪ **Position**: 01 (One) ▪ **Age:** 25-32 years as on 31 March, 2022 **Educational Qualification:** SSC pass. **Experience Requirements:** - Minimum two years of hands on experience in the driving job. **Additional Requirements:** - Technical knowledge and valid driving license are essential. - Good driving record with no traffic violations. - Excellent organizational and time management skills. - Should be self-driven and positive to work in a team. ▪ **Reporting to:** Senior Accounts Officer ▪ **Salary:** Tk. 15,000 – 20,000/- (consolidated) per month depending on the experience and qualifications during the probationary period. ▪ **Job location:** The position is based at CDI, Dhaka but will require frequent visit out of Dhaka. ▪ **Type of Employment:** Temporary.	- Drive CDI vehicles/ authorized passengers to specified destinations as approved by the supervisor. - Drive carefully and safely at all times and checks to ensure that passengers, other road users and the vehicle in his/her care are safe. - Ensure that all vehicle reports are duly approved and prepared on a monthly basis, records of mileage, fuel and maintenance costs made available to supervisor on or before scheduled dates. - Check the vehicle status/condition e.g. engine oil, water, nuts, battery water, license, third party insurance, brakes, tire pressure etc. prior to any journey and carry out regular vehicle repairs e.g. correcting hard start, tightening bolts and nuts, topping up battery water, etc. - Report all major and minor damages and accidents on the vehicle at hand to the supervisor. - Maintain assigned vehicle in a clean and roadworthy state at all times. - Ensure that approval for repairs is always obtained before talking the vehicle to the garage. - Ensure adherence to transport policy on vehicle usage. - Be available outside standard hours in case of emergency and during missions.

Selected candidate will be appointed initially for six months' probation period. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the organization. After confirmation long term benefits such as provident fund, gratuity, insurance, health care and compensation scheme etc. will be admissible.

Eligible and interested candidates with requisite qualifications are invited to apply with a letter intent (no more than one page) along with a complete CV with details of two referees and cover letter, two passport size photographs and attested copies of valid driving license, educational and experience certificates to the following address: **Director, Caritas Development Institute (CDI), 2, Outer Circular Road, Shantibagh Dhaka-1217** or e-mail: **cdi@caritascdi.org** by **April 30, 2022. Ethnic minority candidates are especially encouraged to apply.** Only short listed candidates will be invited for interview. Incomplete applications will not be considered. The organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Personal contract will be treated as disqualification for the post.

Theophil Nokrek
Director
Caritas Development Institute

বিজ্ঞ/৭৭/২২

গাছের ছায়া

শান্তি কস্তা

এক ছিল জমিদার। তার নাম ছিল কুশল। তার অনেক অর্থ সম্পদ ছিল। তিনি অনেক অহংকারী ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের খুব খারাপ নজরে দেখতেন। তাদের কাজের টাকা পয়সা ঠিকমত দিতেন না। তার ব্যবহারে কর্মচারীরা কষ্ট পেত। কিন্তু কিছু করার নাই। আর গরীব লোকদের তিনি দেখতে পারতেন না। কাউকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করতেন না। জমিদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে বিরাট বড় একটা রাস্তা। রাস্তার পাশে বড় একটা গাছ। তার নাম তুত গাছ। জমিদার দাবি করে এ গাছ তার। কিন্তু রাস্তা ও গাছ তার না। গাছ হলো সরকারী, সেই রাস্তা দিয়ে চাষীরা যখন মাঠ থেকে যায় তারা গাছের ছায়ার নীচে একটু বিশ্রাম নেয়। গাছ হলো প্রকৃতির দান। গাছ থেকে আমরা ফুল-ফল, খাবার ও অক্সিজেন পাই। আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন গাছের নিচে ছায়া পড়ে। ছায়া কারো নিজস্ব না। সেই ছায়াতে চাষীরা বসে একটু ক্লান্তি দূর করে। একদিন জমিদার দেখল, সেই ছায়ার নীচে নোংরা কাপড় পড়ে চাষীরা ঘুমোচ্ছে। তখন তার খুব রাগ হলো। তা দেখে চাষীদের মারধোর করলেন। চাষীরা দুঃখে সবাই গাছের ছায়া থেকে চলে গেল। জমিদারের অত্যাচারে কর্মচাষীরা অতিষ্ঠ। গরীব বলে তাদের অবহেলা করা হতো। তাদের ঠিকমত খেতে দিতেন না। ঐ গ্রামের মানুষ সবাই জমিদারের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সবাই মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। ঈশ্বর দেখল, সত্যিই মানুষ জমিদারের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছে। ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনলেন। ঈশ্বর বললেন, "আমি পাপকে ঘৃণা করি, পাপীকে নয়।" ঈশ্বর আরও বললেন, তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো তবে মানুষকে আগে ভালোবাস। ঈশ্বর মানুষের প্রার্থনা শুনেছেন। একদিন হঠাৎ জমিদারের মন পরিবর্তন হলো। জমিদার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ঈশ্বর চাইলে অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন। তাঁর কাছে পবিত্র মন নিয়ে প্রার্থনা করলে আমাদেরকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। জমিদারের মন পরিবর্তন হলো, সবইকে তিনি কাছে ডাকলেন। বললেন, আমি তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা ক্ষমা করলে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। জমিদার গ্রামের সব লোকদের ডাকলেন, বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। সবাই তার বাড়ীতে তৃপ্তি সহকারে খেল এবং জমিদার সবাইকে আপন করে নিলেন। ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করলেন। জমিদারের পরিবার শান্তিতে ভরে গেল॥

মিথিলা ডরোথী রেগো
সেন্ট মেরীস গাল্‌স হাই স্কুল এণ্ড কলেজ
৬ষ্ঠ শ্রেণি

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

তপস্যাকালের পথে

দর্শন চাম্বুগং

ভস্ম বুধবারে সকলে ধূলিমাখা ছাই কপালে
ধারণ করে,
তপস্যাকালের চল্লিশ দিনব্যাপী
সাধনার পথে,
আমাদের হৃদয়টাকে অনুতাপ-আত্মবিশ্লেষণ
আর আত্মশুদ্ধি ও অনুশোচনার মধ্যে
ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের অনুগত শিষ্য হই।
প্রায়শ্চিত্ত ও মন পরিবর্তনে অনুতাপী হয়ে
আমাদের দুর্বল আর পাপময়তা
স্বভাবের কথা চিন্তা করে
ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্যে তপস্যাকালে
আমরা অন্যান্য সময়ের চেয়ে আরেকটু বেশি
প্রার্থনা ও ধ্যান সাধনায় যেন গুরুত্ব রাখি।
আমরা মানুষ মাত্রই সকলে পাপী-তাপী
কারণ আমাদের স্বভাবটাই পাপময়,
সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি আর মন্দ-আসক্তি ও
পাপ প্রবণতার
মধ্যে আমরা আচ্ছাদিত
তাই সকল পাপ ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পই
হচ্ছে মন পরিবর্তন।
তাই ভস্ম গ্রহণ কোন যাদুকরী কৌশল নয়,
ভস্ম গ্রহণ মণ্ডলীর উপাসনার কোন যাদুকরী
কৌশল ও নয়
অন্ধ বিশ্বাসের অংশ মাত্রও নয়।
ভস্ম, মণ্ডলীর জন্য অনুতাপসূচক মন
পরিবর্তন
আর শুদ্ধিকরণ ধর্মাচারণ সংক্রান্ত এক
বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ
আমরা তা যেন বিনম্র হৃদয়ে ও সঠিক চিত্তে
গ্রহণ করি।
ভস্ম বুধবার শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানও নয়
এটা বরং ঐশবাণীর আলোকে জীবন যাপনের
এক মহা আহ্বান,
যেন আমরা তপস্যাকালে আরো বেশি
করে মঙ্গলবাণীতে বিশ্বাস ও অনুরাগী হই
তাঁর মঙ্গল সমাচারে হৃদয়-মন উন্মুক্ত করি।
আমরা যেন তা সাদরে হৃদয় মন্দিরে
ধারণ করি
এই তপস্যাকালে আরো প্রার্থনাময় আর
আত্মত্যাগী
ও উদার-উদ্যোগী খ্রিস্টানুসারী হয়ে ওঠি॥

ঘোষণা

বেথানী দিবস, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

প্রতি বছরের মত এবারও পুনরুত্থিত যিশুতে দিন যাপন করতে ২৩ এপ্রিল, পুনরুত্থান অষ্টাহ, রোজ শনিবার আমরা উদ্‌যাপন করব বেথানী দিবস। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস এর আবেদন প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিশ্বের শান্তি কামনায়, বিশেষ করে যুদ্ধাহত, যুদ্ধে আক্রান্ত, শোকাহত, অত্যাচারিত, আশাহত, অভিবাসী মানুষের কাছে পুনরুত্থিত যিশুর বাণী পৌঁছে দিতে, এবারে বেথানী দিবসের মূলভাব নেওয়া হল "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি" *(গালাতীয় ৬:৯)*।

সকলের জন্য ঐশ করুণাময় পুনরুত্থিত যিশুর মুক্তিদায়ী আশীর্বাদ ও শান্তি কামনায় এই দিনের ধ্যান প্রার্থনায় আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই ।

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল জাতীয় সেবাদল, বাংলাদেশ
স্থান: পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও, ঢাকা
মূলভাব : "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি" (গালাতীয় ৬:৯)।

দিনের কর্মসূচী

০৯.০০ – ০৯.৪৫	মিলন সাক্ষাৎ – জলযোগ পর্ব
০৯.৪৫ – ১০.১৫	প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রার্থনা
১০.১৫ – ১১.০০	ধর্মোপদেশ: "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি" গালাতীয় ৬:৯ *(ফাদার ছনি মার্টিন রড্রিক্স)*
১১.০০ – ১২.১৫	নীরব ধ্যান, বিশ্বাসের সহভাগিতা (সাক্ষ্যবাণী)
১২.৩০ – ০১.৪৫	খ্রিস্টযাগ (পৌরহিত্যকারী ফাদার স্ট্যানলি কস্তা)
০১.৪৫ – ০২.৩০	মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি
০২.৩০ – ০৩.৩০	আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান (ফাদার আবেল রোজারিও এবং রিনিউয়্যাল টীম)
০৩.৩০ –	সমাপন বাণী: ফাদার আবেল রোজারিও এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন: সিস্টার বাসনা সিএসসি
০৩.৪৫	চা পর্ব এবং বিদায়

দ্রষ্টব্য: বরাবরের মত ঐ দিনের দুপুরের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজ দায়িত্বে করতে হবে। তবে, চা ও জলযোগের ব্যবস্থা ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল করবে।

বিজ্ঞ/৭৬/২২

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ৪-৪-২০০২ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. ইং-১৯৮/২০০৮
৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৪ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, বিকাল ৬.৩০ মিনিটে আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল-এ (৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) অনুষ্ঠিত হবে।
সকল সদস্য/সদস্যাদের এ বিজ্ঞপ্তি অথবা ক্রেডিট পাস বই উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার কর্মসূচী

১. উপস্থিতি।
২. উদ্বোধনী প্রার্থনা।
৩. জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন।
৪. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৫. ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৬. ম্যানেজিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৭. আর্থিক বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৮. আয় বন্টন।
৯. আয় ব্যয় বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
১০. ক্রেডিট কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
১১. সুপারভাইজরী কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
১২. সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।
১৩. লটারী ড্র (কোরামপূর্তি লটারী)।
১৪. জলযোগ

(দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন)
চেয়ারম্যান
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(রিপন জেমস কস্তা)
সেক্রেটারী
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমবায় সমিতি আইন ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে বা সদস্য পদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞ/৭৬/২২

আলোচিত সংবাদ

ডায়াবেটিসের মূল কারণ আবিষ্কারের দাবি বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের

বিশ্বে সবচেয়ে বিস্তৃত দুরারোগ্য ব্যাধি ডায়াবেটিসের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। বুধবার রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে আবিষ্কারের কথা জানানো হয়। বলা হয়, মানুষের শরীরে ইন্টেস্টিনাইল এ্যালকেলাইন ফসফেটাস (আই এ পি) কমে গেলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ব্যাপক আকারে বাড়ে, বলা চলে এটিই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল ইতোমধ্যে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার করা গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মধু এস মালো, তার সঙ্গে ছিলেন দেশের প্রথিতযশা এ্যান্ডোক্রানোলজি চিকিৎসক ড. আবুল কালাম আজাদ, অধ্যপক ড. ফারুক পাঠান, অধ্যপক ড. সালেকুল ইসলাম। এ উপলক্ষে বুধবার 'ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ আবিষ্কার' বিষয়ক সংবাদ সন্মেলনের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি'। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল ও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৫ বছর ধরে ৩০-৬০ বছর বয়সী ৫৭৪ জন সুস্থ লোকের ওপর এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। দেশে ১৫ শতাংশ রোগীর ডায়াবেটিস হয় জেনেটিক কারণে, যেগুলো রোধে কিছুই করার নেই; বাকি ৮৫ শতাংশই আই এ পি সংক্রান্ত কারণে হয়, যা চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা সম্ভব। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে বর্তমানে ৪৬ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, এর মধ্যে বাংলাদেশে আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৮৬ লাখেরও বেশি।

এ্যাপের মাধ্যমে বোরো ধান কিনবে সরকার

চলতি বোরো মৌসুমে ৬৪ জেলার ২৫৬ উপজেলায় এ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনবে সরকার। 'কৃষকের এ্যাপ'র মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে এই ধান সংগ্রহ করা হবে। আগামী ২৮ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বোরো সংগ্রহ করবে সরকার ; খাদ্য অধিদফতর থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আসন্ন বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ১৮ লাখ টন ধান ও চাল কিনবে সরকার। এর মধ্যে ৬ লাখ ৫০ হাজার টন ধান, ১১ লাখ টন সেদ্ধ চাল ও ৫০ হাজার টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হবে। প্রতি কেজি বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭ টাকা, সেদ্ধ চাল ৪০ টাকা এবং আতপ চাল ৩৯ টাকা। ধান কেনা হবে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে।

২০ মে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ

ভোটার তালিকা হালনাগাদের জন্য আগামী ২০ মে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ই সি)। আগামী ২০ মে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম এমন নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগহের কাজ চলবে। এরপর ছবি, বায়োমেট্রিক ও চোখের আইরিশের জন্য কেন্দ্র ঠিক করে সেখানে নেয়া হবে। কারণ এর মাধ্যমেই জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান, আগামী ২০ মে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইসির কর্মকর্তারা জানান, তিন বছর পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ইসি; ভোটার তালিকা হালনাগাদ নিয়ে এতদিন বরাদ্দ ছিলোনা। দেশের নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার করার দয়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে আইনে দেওয়া হয়েছে। নিবন্ধন সনদ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি প্রত্যয়নপত্র পেতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয় নাগরিকদের; তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার করার উদ্যোগ নেয় হচ্ছে। ২ মার্চ ২০২১ - ১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ইসির সার্ভারে ১১ কোটি ৩২ লাখ ৯১ হাজার ৭৬৯ জন ভোটার রয়েছে, তবে এদের মধ্যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি ৩৩ হাজার ৪১৮ জনের ।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত

ইউক্রেন ও রাশিয়ার চলমান যুদ্ধ অবসানে তুরস্কে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, কিয়েভ ও চেরনিহিভে সামরিক অভিযান ব্যাপকভাবে কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাশিয়া। আর হামলা থেকে সুরক্ষার আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, তারা নিরপেক্ষতার প্রস্তাব দিয়েছেন। এর আওতায় তারা কোনো জোট বা বিদেশি সেনাদের ঘাঁটি করতে দেবে না। কিন্তু ন্যাটোর ধারা-৪ এর মতো নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চেয়েছে। ইউক্রেন জানিয়েছে, ইসরায়েল এবং ন্যাটোর সদস্য কানাডা, পোল্যান্ড ও তুরস্ক এমন নিশ্চয়তা প্রদানে সহযোগিতা করতে পারে। প্রস্তাবে রাশিয়া বিচ্ছিন্ন করা ক্রিমিয়ার অবস্থা নিয়ে ১৫ বছর বছর পরামর্শের সময় রাখা হবে। এটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধস্তবায়িত হলে কেবল কার্যকর হবে।

রমজানে অফিস সকাল ৯ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩ টা

আসন্ন রমজানে সব সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস সময় সকাল ৯ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩ টা পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে মন্ত্রিসভা। আর ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিস সময় সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সভা শেষে সোমবার বিকেলে সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশরীরে মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। পরিষদ সচিব বলেন, রমজানে বেলা ১ টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে যথারীতি শুক্র ও শনিবার। ডাক, রেলওয়ে, হাসপাতাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং অন্যান্য জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এ সময়সূচীর আওতার বাইরে থাকবে।

রোজায় ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত স্কুল-কলেজ খোলা

রোজায় ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত খোলা থাকছে সব স্কুল-কলেজ। করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস চলবে। সোমবার শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। আদেশে বলা হয়, করোনার কারণে দীর্ঘদিন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম চালিয়ে

- তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

গোল্লা ধর্মপল্লীর মহব্বতপুর ও পুরাতন বান্দুরা গ্রামে তপস্যাকালীন সেমিনার

দীপঙ্কর গমেজ গত সোমবার ১৪ মার্চ সোমবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন বান্দুরা ও মহব্বতপুর গ্রামে তপস্যাকালের বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে বান্দুরা গ্রামে ১ জন ফাদার, ১ জন সিস্টার ও ৯০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। পুরাতন বান্দুরায় সেমিনার শুরু হয় সকাল ১০:৩০ মিনিটে সিস্টার সুধা এসএমআরএ তপস্যাকাল ও সিনডের উপর বিশেষ সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, আমরা যিশুর শিষ্য-শিষ্যা হিসেবে কিভাবে সিনডাল চার্চে অংশগ্রহণ করতে পারি সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। পরে গোল্লা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি' ক্রুজ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার উপদেশে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণীর আলোকে আমরা যেন ভাল কাজ করতে ক্লান্ত না হই সে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। এই সেমিনার দুপুর ১:৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

একই দিনে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে মহব্বতপুর গ্রামে তপস্যাকালীন বিশেষ প্রোগ্রাম হয়। এতে ১ জন ফাদার, ২ জন সিস্টার ও ১২০ জন অংশগ্রহণ করে। সিস্টার রুপালী কস্তা আরএনডিএম এই সেমিনার পরিচালনা করেন। সিস্টার বেবী ট্রিজা আরএনডিএম সিনড, তপস্যাকালে পোপের বাণী "Sow the seeds of goodness" এই বাণীর প্রেক্ষিতে বলেন, আমরা যেন ভাল কাজ করতে ক্লান্ত না হই। আমাদের ভাল কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা যেন মিলনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করি। পরে ভক্তজনগণ সিনডের আলোকে তারা কিভাবে পথ চলছে সে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। পরে ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সেমিনার বিকাল ৬টায় সমাপ্ত হয়॥

গোল্লা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

সিস্টার রুপালী কস্তা আরএনডিএম "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও" এই মূলসুরের আলোকে গত ১৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে গোল্লা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের গির্জায় শিশুদের নিয়ে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে ২জন ফাদার, ৪ জন সিস্টার এনিমেটর ও ছেলে-মেয়েসহ মোট ১৯০জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন গোল্লা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুজ। তিনি তার উপদেশে শিশুদের উপযোগী গল্পের মাধ্যমে বাস্তবতার আলোকে সহভাগিতা করেন। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সবাইকে শুভেচ্ছা প্রদান করেন, সেই সাথে এই সেমিনারের সফলতা কামনা করেন। এর পর থাকে মূলসুর "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও", উপবাস কাল, নৈতিকতা ও সিনড এর বিষয়ে স্লাইড শো ও ছোট ছোট শিক্ষণীয় ভিডিও ক্লিপস এর মাধ্যমে সহভাগিতা করেন ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। এই সহভাগিতার মাধ্যমে শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও উওর দান করে। সিস্টার সুধা এসএমআরএ শিশুদের গঠনের বিষয়ে সহভাগিতা করে। তপস্যাকালে ক্রুশের পথ অভিনয় প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে শিশুরা নির্দিষ্ট স্থানগুলো সুন্দরভাবে অভিনয় করে। এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দুই জন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন- তারা বলেন তাদের এই সেমিনার খুব ভাল লেগেছে। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি' ক্রুজ সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১:৩০মিনিটে দুপুরের আহারের মাধ্যমে এই সেমিনার সমাপ্ত করেন॥

রাজশাহী হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

হিলারিউস মুরমু হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী ১৭ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অতি আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তব্য, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজীয়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী। দিবসের তাৎপর্যের উপর বক্তব্য পেশ করেন উপাধ্যক্ষ ব্রাদার অর্পণ পিউরিফিকেশন সিএসসি এবং ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান। পরিশেষে অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি সমাপনী বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের মুজিবের আদর্শে স্বপ্নের দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং পুরস্কার বিজয়ীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করে অভিনন্দন জানান। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন — রাজশাহীর মুক্তিদাতা হাই স্কুলের আয়োজনে স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যতা সহকারে পালন করা হয়। দিবসকে সামনে রেখে সকাল ৬টায় দেশের মঙ্গল কামনা করে ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও দিনের যাত্রার শুভ সূচনা করেন। অতপর সকাল ৮:৩০ মিনিটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এই বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা সকল অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া ও ব্যাজ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি তার সহভাগিতায় বলেন, স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মিসেস সবিতা মারান্ডী, মোঃ রফিকুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্রেণী ভিত্তিক দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, প্রীতি ফেন্ডলী ফুটবল খেলা এবং খেলা ও দেয়ালিকার পুরস্কার অনুষ্ঠান॥

প্রভু যীশুর ধর্মপল্লী, পাগাড়ে দম্পতিদের প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যান

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা — বিগত ২৫ মার্চ, রোজ শুক্রবার প্রভু যীশুর ধর্মপল্লী, পাগাড়ে দম্পতিদের নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জনধ্যানের আয়োজন করা হয়। উক্ত নির্জনধ্যানে বিভিন্ন বয়সের পিতামাতাগণ অংশগ্রহণ করেন। শুক্রবার সকালে খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ এর পর নির্জনধ্যান শুরু হয়। নির্জনধ্যানটি পরিচালনা করেন পাগাড় ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি তাঁর সহভাগিতায় বলেন, পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে মণ্ডলী আর এই পরিবারের আদর্শ হল পিতামাতা। ফাদার আরো বলেন, এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা পিতামাতাগণ যেন আমাদের পরিবারের প্রতি আরো সচেতন ও মনোযোগী হই। ফাদার মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে যিশুর বিভিন্ন ছবি দেখান এবং প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, তপ্যসা ইত্যাদি শব্দগুলোর আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব জীবনভিত্তিক উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। কুমারী মারীয়ার দূত সংবাদ পর্বদিনে মারীয়ার জীবন এবং পবিত্র পরিবারের জীবনাদর্শ পিতামাতাদের কাছে তুলে ধরেন। সহভাগিতার পর দম্পতিদের নিয়ে আরোধনা করা হয় এবং নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, সমাজের ও বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সেমিনারে ১ জন ফাদার, ১ জন মেজর সেমিনারীয়ান এবং প্রায় ৮০ জন পিতামাতা অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে, ফাদার জ্যোতি এফ কস্তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন এই নির্জনধ্যানের সমাপ্তি হয়॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার - ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ — ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে "জীবন গড়ার প্রথম ধাপ শিশুরা ধরবে যিশুর হাত"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৮ মার্চ রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা

হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল সিস্টার মেরী তৃষিতার পরিচালনায় ক্ষুদ্র প্রার্থনানুষ্ঠান এবং পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। প্রার্থনার পর ফাদার প্রলয় ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। টিফিন বিরতির পর শিশু এবং এনিমেটররা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কেমন আছে এ বিষয়ের উপর ফাদার আলবিন এনিমেটর ও শিশুদের পৃথক ভাবে প্রশ্ন করেন। এরপর সিস্টার মেরী তৃষিতার পরিচালনায় শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাইবেল কুইজের পর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুরা অভিনয়ের মাধ্যমে ক্রুশের পথ করে। সেমিনারের শেষ পর্যায়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এবং এনিমেটর ছন্দাদিদি কর্তৃক সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য সেমিনারে ২৫০ জন শিশু, ৫০ জন এনিমেটর, ৩জন সিস্টার এবং ৩ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

সাধু যোসেফের পর্ব উৎসব উদ্‌যাপন, কুমুল্ল

জের্ভাস মুরমু ◻ বিগত ১৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কুমুল্ল সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনদিনব্যাপী নভেনা করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ ও ফাদার পিউস গমেজ উপস্থিতি ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রায় ১,১০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিতি ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার দিলীপ এস কস্তা তাঁর উপদেশ বাণীতে সাধু-সাধ্বীদের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন তাঁরাই সাধু-সাধ্বী যারা 'বিশ্বাসী মানুষ'। তিনি সাধু যোসেফকে নিয়ে সহভাগিতা করেন তার গুণাবলী, তার বিশ্বাস, নম্রতা, সরলতা ও বিশ্বস্ততা সবার কাছে তুলে ধরেন। উক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান

রিপন বর্মন ◻ বিগত ১৯ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর সাব-সেন্টার শিমুলিয়াতে শিশু এনিমেটর ও শিশুদের নিয়ে শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ৬৫ জন শিশু ও এনিমেটর অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অতঃপর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া বক্তব্য রাখেন। ১০টায় টিফিন বিতরণের পর ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা সেমিনারের মূলভাব "জীবন গড়ার প্রথম ধাপ, শিশুরা ধরবে যিশুর হাত" এ বিষয়ে শিশুদের সাথে সহভাগিতা করেন। আরো সহভাগিতা করেন সিস্টার তৃষিতা এসএমআরএ ও ঝর্না দিদি । দুপুর ১২ টায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া। সহার্পিত যাজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার সেন্টু কস্তা। এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা করা হয় ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এর ঠিক পরদিন অর্থাৎ ২০ মার্চ কেওয়াচালা সাধু আগষ্টিনের ধর্মপল্লীতে শিশু এনিমেটর ও শিশুদের নিয়ে শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৪৫ জন শিশু ও এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৮ টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসএমআরএ, শান্তিরাণী ও পিমে সিস্টারগণ। উক্ত দিনেও শিশুদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা রাখা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে তা সমাপ্ত করা হয়॥

ঢাকা লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস এর ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধদিবসের প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা

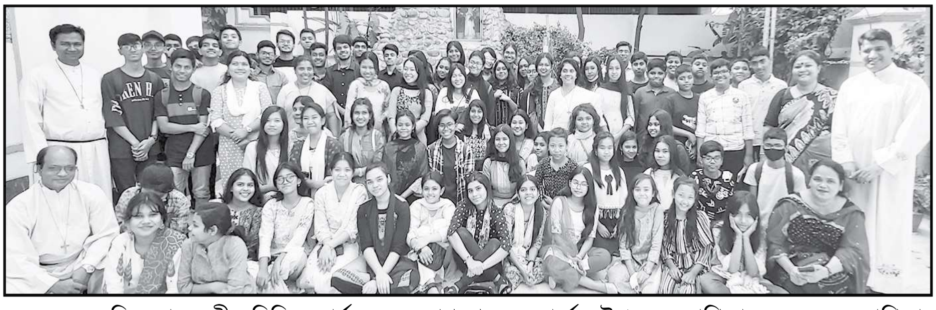

ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি ◻ গত ১১ মার্চ রোজ শুক্রবার পবিত্র ক্রুশ গীর্জা, লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভার আয়োজন করা হয়। ধ্যান সভার মূলভাব সিনোডল (synodal Church) চার্চের বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে। মূলভাব ছিল, "সহভাগিতামূলক মিলন সমাজ গঠণে ও প্রেরণ দায়িত্বে সকলের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।" এই ধ্যানসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সিনেডল চার্চে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবার মণ্ডলী ও সমাজে আরও কীভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিজেদের গঠন করতে পারে এবং কীভাবে নিজেরা মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারে।

সকাল ১০টায় ycs এর ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও পরিচালনায় ক্রুশের পথ ও খ্রিস্টযাগ দিয়ে ধ্যানসভা শুরু হয়। অতঃপর ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি মূলভাব এর উপর অর্থাৎ সিনোডল চার্চের উপর সহভাগিতা করেন। সহভাগিতায় তিনি কীভাবে ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতীরা পরিবারে সমাজে ও মণ্ডলীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে, গঠণ পেতে পারে এই দিক গুলি তুলে ধরেন।

এরপর "প্রায়শ্চিত্তকালে ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে

ও কী কী ত্যাগস্বীকার করতে পারে” এর উপর সহভাগিতা করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বটলেরু সিএসসি। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে তাদের জন্য নির্ধরিত প্রশ্নের আলোচনা ও সহভাগিতা করে। পরে সহভাগিতার লিখিত রিপোর্ট পেশ করে।

রিপোর্ট পেশের পর ছাত্র-ছাত্রীরা সিস্টার সুচিত্রা আরএনডিএম এর পরিচালনায় বাইবেলে থেকে দয়ালু সমরীয়র ঘটনাটি মঞ্চস্থ করে। পরে টিফিন ও ফটোসেসনের মধ্যদিয়ে ধ্যান সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। ধ্যানসভায় সর্বোমোট

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে সহভাগিতাপূর্ণ মণ্ডলীর (Synodal Church) উপর সেমিনার

রিগ্যান পিউস কস্তা ■ পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে বিগত ৩ মার্চ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলে দলে সহভাগিতাপূর্ণ মণ্ডলীর বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাসনা দল, শিশুমঙ্গল এনিমেটর, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দল ও উপাসনার গানের দলের সদস্য-সদস্যাসহ সর্বমোট ৬৫ জনের উপস্থিতিতে ৩ মার্চ, ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ, পাল-পুরোহিত - এর উপস্থাপনায় সেমিনার আয়োজন করা হয়। তিনি সিনড কি, সিনডের মূল বিষয় কি, মণ্ডলী কি, মণ্ডলীতে আমাদের মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্বের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। মারীয়া সেনা সংঘ, জপমালা রাণী মারীয়ার সংঘ ও সেন্ট ভিনসেন্ট ডি’পলের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে ৫ মার্চ, সর্বমোট ৫৮ জনের উপস্থিতিতে পাল-পুরোহিত ও সহকারী পাল-পুরোহিত সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ে উপস্থাপন করেন। আরএনডিএম এসোসিয়েটের সদস্যাদের নিয়ে ৯ মার্চ, সর্বমোট ৩০ জনের উপস্থিতিতে সিস্টার মেরী পালমা আরএনডিএম ও পাল-পুরোহিতের সহায়তায় সিনডের উপর আলোচনা, নির্জন ধ্যান, পবিত্র ঘণ্টা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াইসিএস দল ও তাদের এনিমেটরদের নিয়ে ১১ মার্চ, সর্বমোট ৪৫ জনের উপস্থিতিতে সিস্টার লাভলী আরএনডিএম ও সিস্টার চন্দনা আরএনডিএম, হিল্ডা, রিনি এবং সেমিনারীয়ান রিগ্যান পিউস কস্তার সহায়তায় সিনোডাল মণ্ডলী এবং ওয়াইসিএস সম্পর্কে উপস্থাপনা করা হয়। ১৪ মার্চ পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যা ও গ্রাম প্রধানসহ সর্বমোট ৪৮ জনের উপস্থিতিতে ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, পাল-পুরোহিত, রমনা ক্যাথেড্রাল - এর উপস্থাপনায় সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের এক পর্যায়ে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের স্মারক চিহ্নস্বরূপ প্রশংসা পত্র, মেডেল, স্মরনিকা ও ফুলেরডালি দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রদান করা হয়। হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সকল যুব সংগঠনের প্রধান প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৫ র্মাচ, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী বান্দুরার পরিচালক ফাদার ভিনসেন্ট কনক গমেজ সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ে উপস্থাপন করেন এবং যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কি কি করণীয় সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়॥

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দলের বিশেষ সেমিনার- হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

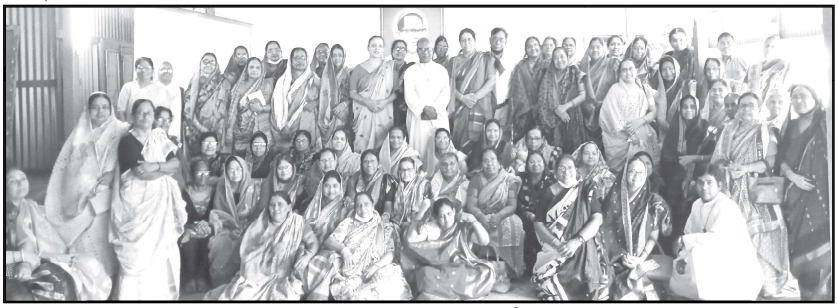

রিগ্যান পিউস কস্তা ■ বিগত ১৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার সকাল ৯টা হতে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সর্বমোট ১৯ টি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দলের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে অর্ধদিনব্যপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৯০ জনের উপস্থিতিতে ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ, পাল-পুরোহিত, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী এবং জাতীয় পরিচালক, সিসিপি ডেস্ক - ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। ফাদার উপস্থাপনায় ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ কি, এই সমাজের বৈশিষ্ট্য, কিভাবে গঠন করা হয়, ধর্মপল্লীর অগ্রগতির ৫টি ধাপ, সপ্তধাপ পদ্ধতিকে বাইবেল কিভাবে সহভাগিতা করতে হয় এবং বর্তমান বাস্তবতার আলোকে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের ভূমিকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীরাও তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরার মধ্যদিয়ে তাদের মতামত প্রদান করেন। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনার সম্পন্ন করা হয়॥

প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান - হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

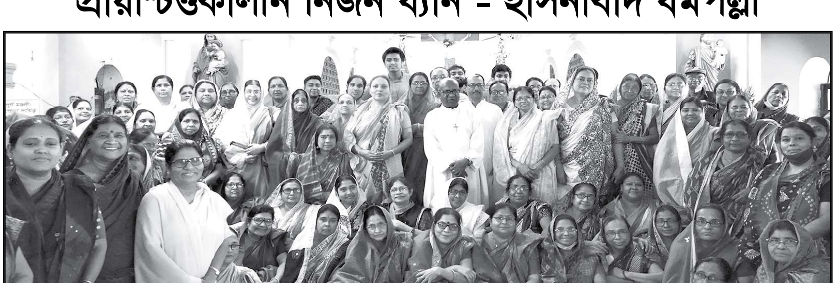

রিগ্যান পিউস কস্তা ■ বিগত ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, অর্ধদিনব্যপী হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যানের আয়োজন করা হয়। সর্বমোট ১১০ জনের উপস্থিতিতে ফাদার রনাল্ড কস্তা, সহকারী পাল-পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী - প্রায়শ্চিত্তকালের বিষয়ে অনুধ্যান রাখেন। তিনি সহভাগিতায় উপবাস, প্রার্থনা, দানসহ প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের জীবনের বাস্তব চিত্রগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে প্রকৃত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদের সমগ্র জীবনের

পরিবর্তন আসে এবং আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনার পাশাপাশি ক্রুশের পথ, পাপস্বীকার এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে এই নির্জন ধ্যানকে আরো অর্থপূর্ণ ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করে তোলা হয়। এছাড়াও রমনা ধর্মপল্লী থেকে কিছু সংখ্যক যুবক-যুবতী এই নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে নির্জন ধ্যান সম্পন্ন করা হয়॥

ভবরপাড়া ধর্মপল্লীতে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা উদ্‌যাপন

সেন্টু মণ্ডল ❑ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ভবরপাড়া ধর্ম পল্লীতে জাকজমক ও প্রার্থনা পূর্ণ পরিবেশে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিট হয়। এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি স্বরূপ পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। গির্জার সামনে প্যান্ডেল, গেট ও গির্জার বেদী সুন্দরভাবে সাজানো হয়। সেই সাথে ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর ভবরপাড়া কেন্দ্র ও উপধর্মপল্লী-নাজিরাকোনা, বল্লভপুর, আনন্দবাস, চৌগাছা, যুগিন্দা ও পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে প্রভুর ভোজ গ্রহণকারী প্রার্থী ৯২ জন ও হস্তার্পণ প্রার্থী ৭৮ জন ছেলেমেয়েকে বিশেষ ধর্মশিক্ষার ক্লাস দিয়ে প্রস্তুত করেন সিস্টার, ব্রাদার ও ক্যাটেখিস্টগণ। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টার সময় ভবরপাড়া গ্রামের শিশুমঙ্গলদল, সেবকদল, হোস্টেলের মেয়েরা প্রভুর ভোজ ও হস্তার্পণপ্রার্থীগণ, মায়েদের দল, খ্রিস্টভক্ত ও কীর্তন দলের সদস্যরা পালকীয় সফর উপলক্ষে খুলনা ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীকে কীর্তনগান ও ফুলের মালা পড়িয়ে মহাসমারোহে বরণ করে নেয়। পরে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল ৯টার সময় বিশেষ খ্রিস্টযাগের শুরুতে বেদীর সেবকগণ, প্রভুরভোজ ও হস্তার্পণ প্রার্থী ছেলেমেয়েরা শোভাযাত্রা সহকারে গির্জায় পবিত্র বেদীর সামনে উপস্থিত হয় এবং বেদীর দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী এবং সহার্পণ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার বাবুল বৈরাগী, ফাদার ভিনসেন্ট মণ্ডল, ফাদার লাভলু সরকার, ফাদার উদয় মণ্ডল, ফাদার জেমস্ মণ্ডল ও ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। উপদেশে বিশপ মহোদয় বিশেষভাবে 'মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলবাণী প্রচার' মূলসুরের উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। উপদেশের পরে ৭৮ জন ছেলে মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের সময় ৯২ জন ছেলেমেয়েকে প্রথম প্রভুরভোজ প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের পর পরই পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ দুইসারিবদ্ধ শোভাযাত্রা ভক্তিপূর্ণভাবে কীর্তনগান ও রোজারিমালা জপ করে ভবরপাড়া গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে আবার মিশন প্রাঙ্গনে ফিরে আসে এবং পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা হয়। পরিশেষে বিশপের আশীর্বাদের মাধ্যমে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লী, বানিয়ারচরের উপ-কেন্দ্র কলিগ্রামে ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার ❑ গত ২৫ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার পবিত্র পরিত্রাতা ধর্মপল্লীর, উপ-কেন্দ্র কলিগ্রামে "একটি মিলন ধর্মী মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই মূলসুর এর উপর ভিত্তি করে ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ও প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা করা হয়। এই সেমিনারে প্রায় ১৪০ জন খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে মোমবাতি, বাইবেল ও গ্রাম-প্রতিনিধিদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। প্রতিনিধিগণ মোমবাতি প্রজ্বলন করেন এবং বাইবেল পাঠ ও ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই দিনের সেমিনার শুরু হয়। ফাদার সঞ্জয় জার্মেইন গোমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং এর পর দিনের তাৎপর্য ও সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দিয়ে বক্তব্য রাখেন ফাদার সুভাস কস্তা সিএসসি। এরপর মূলভাব এর উপর বক্তব্য রাখেন যোয়াকিম মান্না বালা। এরপর দলীয় ভাবে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। এপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সুভাস কস্তা সিএসসি। মাধ্যহ্ন ভোজের পর গান, প্রার্থনা, ক্রুশের পথ ও পাপস্বীকার এর মধ্যদিয়ে এই দিনের ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ও প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা শেষ হয়॥

সত্যলোক গমনে বর্ষপূর্ত

প্রয়াত সুবল পিটার কস্তা

জন্ম : ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।
মৃত্যু : ১ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।
গ্রাম : ফড়িয়াখালী, তুমিলিয়া মিশন
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

দিনের পর দিনগত হয়, মাসের পর মাস চক্রাকারে আর্বতিত হয় ষড়ঋতু। ফিরে এলো বসন্ত। ফুলের মঞ্জুরিতে আন্দলিত বৃক্ষলতার শাখা প্রশাখা। নব শ্যাম দুর্বাদল ছেয়ে গেছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধী। নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ-অরুণের প্রথম কিরণ রেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলী আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় এক বছর পূর্বে সমাধিস্থ তোমার সেই অঙ্গের ললিত সুভাষ ? তারা পায় সুকুমার বক্ষের নিচে ভক্তিনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন ধ্বনি। বছর পূর্বে পুণ্য সপ্তাহের-পুণ্য বৃহস্পতির-পুণ্য তিথিতে ভবের এ রঙ্গলীলাকে সাঙ্গ করে তোমার যৌবনের সহচরী এবং বার্ধক্যের সহযাত্রীকে একাকী ফেলে - সকল সন্তান, নাতী-নাতনী, আত্মীয় পরিজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পাড়ি জমালে দূর অজানায়.....

যুগান্তর ধরে এমন কতশত অশ্রুজল গড়িয়ে চলছে পলকহীন নয়নের দৃষ্টির সন্মুখে। কত ফুল ঝরেছে ধূলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নিরব। আশীর্বাদ যাচ্না করি তোমার সাজানো সংসার যেন লালন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

সহধর্মিনী : শান্তি ভেরোনিকা কস্তা
ছেলে ও ছেলের বউ : বিধান-দীপা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : অনুপমা-অজয়, অর্পিতা-তাপস
নাতি-নাতনী : তূরী, তূর্য, বিদিতা, অর্জিন, অর্জয়ী

ছোট ভাই ও স্ত্রী : সুকুমার ও বাসন্তি
ছেলে ও ছেলের বউ : নিক্কন-প্রিয়া
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : নিপা-শংকর, লাভলী-সুমন
নাতি-নাতনী : দিব্য, রুদ্র, মার্বেলা, রমা, অরেন, অর্পন

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিত: ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

ফোন: ০২-৫৮১৫৪৭৭১ মোবাইল: ০১৭৯৬২৩২০১৬, ই-মেইল: caccoltd@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

৪র্থ ওপেন ফোরাম ও ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৯ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কক্সবাজারে অবস্থিত হোটেল সী প্যালেস-এ দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর উদ্যোগে 'বর্তমান সমবায় প্রেক্ষাপট ও সমবায়ীদের ভাবনা' শীর্ষক ৪র্থ ওপেন ফোরাম ও ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (স্বাস্থ্যবিধি মেনে) অনুষ্ঠিত হবে।** ২৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রাত ৮টায় ঢাকার নটরডেম কলেজের পূর্ব পার্শ্ব থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা হবে।

উক্ত ওপেন ফোরামে কাক্কো লিঃ-এর সদস্য ও সম্ভাব্য সদস্য সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ ও আগ্রহী সদস্যগণ জন প্রতি ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে মনোনীত (১) একজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করবেন। ওপেন ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য নাম পাঠানোর শেষ সময় ১২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। ওপেন ফোরামে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত বিধায় আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ওপেন ফোরাম ও বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত কাক্কো লিঃ-এর স্থায়ী কার্যালয় থেকে জানা যাবে। **যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর - ০১৭৯৬-২৩২০১৬**

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

নির্মল রোজারিও
চেয়ারম্যান, কাক্কো লিঃ

ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারী, কাক্কো লিঃ

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/631 **Date: 28 March, 2022**

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated Civil Engineer for Real Estate Department.

Position: Civil Engineer

Key Job Responsibilities:

- Co-ordination with the entire Department that is involved in the Project.
- Responsible to complete Project work within the Schedule time as per targets set by management.
- Prepare technical proposal and method statement as required.
- Collect civil work specifications and price index documents of Bangladesh.
- Set meeting with related government officials.
- To work closely with Design, Estimate, Supply Chain, Land & Legal and Accounts Department.
- Assistance with Manager to collect marketing information & market analysis.
- Perform any other jobs assigned by the management.
- BOQ and tender schedule for selecting contractors
- Confirms adherence to construction specifications and safety standards by monitoring project progress; Construction site inspection and supervision; verifying calculations and placements.

Educational Requirements:

- M.Sc./B.Sc. in Civil Engineering from any reputed public/private university

Experience Requirements

- At least 02 years' experience.
- Preference will be given to interested candidates involved in the construction of multi-story commercial and residential buildings and resorts.
- The applicants should have experience in the following area(s):

Additional Requirements:

- Age 28 to 35 years
- Excellent proficiency in MS-Word, Excel, MS-Project, Auto CAD and Design related software.
- Experience of high-risk projects preferably with basements will be considered as an added advantage.
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with Management & Site Office.
- Must work well in team oriented, fast-paced environment and have experience in the field job.
- Must be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule
- Vast Knowledge about Structure, Construction & Finishing work and Project Management
- Ability to work independently & under pressure
- Smart, Energetic and Hardworking
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised
- The candidate should have knowledge structural related software analysis.

Salary: Negotiable

Time of Deployment: Immediate

Workstation: The Christian Co-Operative Credit Union Ltd., Dhaka

Employment Status: Full-time

Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **13th April, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelop.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/৮১/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 13
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৩
❖ 3 - 9 April, 2022, ২০ - ২৬ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33
BOOK POST

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আগামী ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্য দিয়ে দিতে পারবেন। ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড

- ৪২ টি পাকা টয়লেট নির্মাণাধীন, যা এবারের পর্বে ব্যবহার করা যাবে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরন সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের ভিতর নতুন করে আস্তর করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

❖ অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ❖ প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও ঔষুধ সঙ্গে রাখবেন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ	পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৪ - ১২ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ	১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
সকাল ৬:৩০মিনিট	১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭টা
বিকাল ৪ টা	২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা ➢ ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৮০/২০২২

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	→ বুক্‌ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্‌ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্‌ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন – ➔ বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org